CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-263 ■ 3 July, 2025 ■ আগরতলা ৩ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। সম্প্রসারিত হচ্ছে রাজ্যের মন্ত্রিসভা। আগামীকাল নতুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নলছড়ের বিধায়ক কিশোর বর্মন। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় রাজভবনের দরবার হলে অনুষ্ঠিত হবে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান। সেখানেই নতুন মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রী সভায় স্থান পাচ্ছেন কিশোর বর্মন। এছাড়াও আরো দুজনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হতে পারে বলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। উঠে আসছে শাসকদলের বিভিন্ন নাম, যারা স্থান পেতে পারেন মন্ত্রিসভায়। এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে মন্ত্রীসভা থেকে ছিটকে পড়তে পারেন এক মন্ত্রী। এমনটাও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও সরকারিভাবে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়া নাম অথবা মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া নাম, কোনোটাই প্রকাশ করা হয়নি। আগামীকাল শপথগ্রহণের পরেই এই জল্পনার অবসান ঘটবে।

রাজ্যে বর্তমানে মন্ত্রিসভায় ১০জন পূর্ণমন্ত্রী ও ১জন রাজ্যমন্ত্রী রয়েছেন। অর্থাৎ আরো দুটি নাম মন্ত্রিসভায় যুক্ত হতে পারে এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। বিধায়ক কিশোর বর্মনের নাম নিশ্চিত হলেও আরো কোন নাম মন্ত্রিসভায় যুক্ত হতে চলেছে কিনা তা নিয়ে জল্পনা দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। একজন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা শোনা যাচ্ছে। সেই মন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন সেটাও প্রশ্ন।

এদিকে বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি পদে নির্বাচন। মন্ত্রিসভা থেকে কোন নাম সরিয়ে তাঁকে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত করা হতে পারে বলেও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এক কথায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ এর বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোড় আলোচনা চলছে। আগামীকাল দুপুরে জল্পনার অবসান ঘটবে। কিশোর বর্মনকে কোন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা নিয়েও জল্পনা চলছে। আগামীকাল দুপুরে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান। সেখানেই স্পস্ট হবে, নতুন মন্ত্রিসভায় কারা স্থান পাচ্ছেন। এমনকি কে ছিটকে পড়ছেন মন্ত্রিসভা থেকে, সেই জল্পনাও আগামীকাল স্পস্ট হবে। তাই আগামীকাল শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের জনগন।

আইসিএমআরও এইমস গবেষনায়

ভারতে ব্যবহৃত কোভিড টিকাগুলি নিরাপদ ও কার্যকর ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ।। ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (আইসিএমআর) এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর বিস্তৃত গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কোভিড-১৯ টিকা ও হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এ তথ্য জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

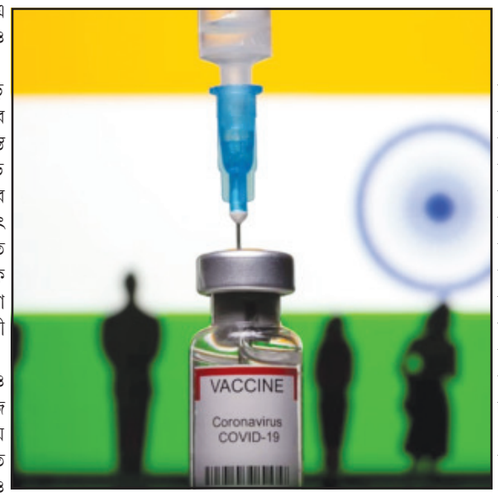

কোভিড মহামারির পর দেশজুড়ে তরুণদের মধ্যে হৃদরোগ সংক্রান্ত মৃত্যুর ঘটনা বাড়তে দেখা গেছে। ওই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড টিকাকরণকে দায়ী করা হচ্ছিল। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এই হঠাৎ হৃদরোগজনিত মৃত্যুর পেছনে জিনগত কারণ, জীবনধারা, পূর্ববর্তী শারীরিক সমস্যা এবং কোভিড-পরবর্তী জটিলতা ভূমিকা রাখলেও, কোভিড টিকা দায়ী নয়।

মন্ত্রক জানিয়েছে, আইসিএমআর ও ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল(এনসিডিসি)-এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে ব্যবহৃত কোভিড টিকাগুলি নিরাপদ ও কার্যকর। গুরুতর পার্শপ্রতিক্রিয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। হঠাৎ অজানা মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে দেশের একাধিক সংস্থা তদন্তে নেমেছে। তার মধ্যে আইসিএমআর ও এনসিডিসি দুটি পরিপূরক গবেষণা চালিয়েছে। একটি পূর্ববর্তী তথ্যভিত্তিক, অন্যটি ছিল বাস্তব সময়ের বিশ্লেষণ। প্রথম গবেষণাটি আইসিএমআর-এর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি (এনআইই) পরিচালিত হয়েছে। তাতে ২০২৩ সালের মে থেকে আগস্ট-এর মধ্যে দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন, এমন ১৮-৪৫ বছর বয়সী স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্কদের উপর গবেষণা চলেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কোভিড-১৯ টিকাকরণ যুবকদের মধ্যে অজানা হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায় না।

দ্বিতীয় গবেষণাটি এইমস, নয়াদিল্লি ও আইসিএমআর-এর যৌথ উদ্যোগে চলছে। ওই গবেষণায় হঠাৎ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, হৃদরোগ বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (এমআই) এখনও তরুণদের হঠাৎ মৃত্যুর প্রধান কারণ। বিগত বছরের সঙ্গে তুলনা করলে মৃত্যুর প্যাটার্নে কোনো বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি, জানিয়েছে মন্ত্রক। অধিকাংশ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৬ মাসের কারাদন্ড শেখ হাসিনার

মনির হোসেন

ঢাকা,জুলাই ০২।। আদালত অবমাননার একটি মামলায় বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)। গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার অপসারণের পর এটাই প্রথম কোনো আদালতের রায়, যাতে তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে। বুধবার (২ জুলাই) আইসিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। একই মামলায় গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতা শাকিল আকন্দ বুলবুলকে দুই মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের মামলায় পলাতক আসামির জন্য আইনজীবী নিয়োগের পূর্ব নজির না থাকলেও ন্যায়বিচারের স্বার্থে শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে একজন আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, গত বছরের ২৫ অক্টোবর শেখ হাসিনা

ছাত্রলীগ নেতা শাকিলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। সেই অডিও ক্লিপে শেখ হাসিনাকে বলতে শোনা যায়, '২২৬ জনকে মারার লাইসেন্স পেয়ে গেছি' যা বিচারব্যবস্থার প্রতি সরাসরি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে আদালত। পরে এই ঘটনায় আইসিটিতে মামলা করেন রাষ্ট্রপক্ষ।

গত ৩০ এপ্রিল এ-সংক্রান্ত শুনানিতে দুই আসামিকে ২৫ মে ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। ধার্য তারিখে তারা হাজির হননি। কিংবা আইনজীবীর মাধ্যমেও ব্যাখ্যা দেননি। সেদিন ট্রাইব্যুনাল দুই আসামিকে সশরীর হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিতে নির্দেশ দেন। পরদিন দুটি সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দুজনকে গত ৩ জুন ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে জবাব দিতে বলা হয়। সেদিনও তারা হাজির হননি। পূর্ণাঙ্গ শুনানির জন্য ১৯ জুন তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল। ১৯ জুন এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মশিউজ্জামানকে অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের আইনি সহায়তাকারী) হিসেবে নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল। মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয় ২৫ জুন। ২৫ জুন মামলায় প্রস্তুতি নিতে অ্যামিকাস কিউরি মশিউজ্জামানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এক সপ্তাহ সময় দেন ট্রাইব্যুনাল। সেদিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করা হয় ২ জুলাই। আজ দুই আসামিকে কারাদণ্ড দিয়ে রায় দিলেন ট্রাইব্যুনাল।

১৬টি বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স ও ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং উদ্বোধন

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রধানমন্ত্রীর দিশায় কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সকলকে আরো সতর্ক থাকতে হবে। জাতীয় গড়ের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক কম মানুষের মৃত্যু হয়। যানবাহন চালকদের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে কঠোর নজরদারি রাখতে হবে ট্রাফিক ও পরিবহণ দপ্তরকে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বাইক কিংবা দ্বিচক্র যান চালক ও আরোহীর ডাবল হেলমেট বাধ্যতামূলকভাবে পরিধান করতে হবে। সড়ক সুরক্ষা শুধুমাত্র নিয়ম কানুন বা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সড়ক আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। জনসচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমেই সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব। সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমই সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করার অন্যতম উপায়। আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা কর্মসূচিকে সামনে রেখে লাইফ সাপোর্টযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ এবং যানবাহনের মধ্যে যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে যানবাহনের অবস্থান ট্র্যাকিং এবং নজরদারি ব্যবস্থার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

উল্লেখ্য পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট স্কিম-এর আওতায় ১৬টি বেসিক লাইফ সাপোর্টযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স রাজ্য পুলিশ (ট্রাফিক) এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। ১৬টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করতে মোট ৩ কোটি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে শীর্ষ নেতা সহ ৫ জঙ্গি গ্রেপ্তার, উদ্ধার বিপুল অস্ত্র, গোলাবারুদ

ইম্ফল, ২ জুলাই ।। মণিপুর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যজুড়ে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি এবং ঘেরাও অভিযান জোরদার করেছে। ৩০ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত পরিচালিত সমন্বিত এই অভিযানে একাধিক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক-মানের সরঞ্জাম। এই অভিযানের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ১ জুলাই জেলিয়ানগ্রোং ইউনাইটেড ফ্রন্ট (জেডইউএফ-)-এর আত্মঘোষিত ডেপুটি চিফ অফ আর্মি, নমগাকলুং কামেই ওরফে নভেম্বর (৪২)-এর গ্রেপ্তার। তাকে ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার কেকরুপাট এলাকা থেকে আটক করা হয় এবং তার কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

একই দিনে কেওয়াইকেএল (সোরপা)-এর সদস্য মুতুম ইবোহানবি সিংহ (৪৯) কে ইম্ফল ইস্ট জেলার আন্দ্রো থানার অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরদিকে, মোঃ আজাদ খান ওরফে কথোকপা (২৯), কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর সদস্য, খুরাই চাইথাবি লেইরাক এলাকা থেকে এবং খুলেম তুলজিত মেইতেই ওরফে তুলেন (২১), কেসিপি (অপুনবা)-র সদস্য, খুরাই কংখাম লেইকাই এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়। প্রত্যেকের কাছ থেকেই মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। এর আগের দিন, ৩০ জুন, কেসিপি (নয়ন/এমএফএল)--এর সক্রিয় সদস্য খোইরোম ইঙ্গোটন সিংহ ওরফে তোম্বা (৪৮)-কে ইরিলবুং থানার অধীনে কেইরাও খুনৌ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, তিনি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সিঙ্গেল ব্যারেল গান, একটি ৯ এমএম পিস্তল (দুই রাউন্ড সহ), বুলেটপ্রুফ হেলমেট ও জ্যাকেট, এবং রেডিও ওয়্যারলেস সেট।

অস্ত্র উদ্ধার অভিযানও চালানো হয়েছে সীমান্তবর্তী ও সংবেদনশীল ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর আজ খার্চি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। আগামীকাল থেকে পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হবে রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব। আজ ঐতিহ্য মেনে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্দশ দেবতার স্নানযাত্রা। খয়েরপুরস্থিত হাওড়া নদীর পবিত্র স্নান ঘাটে রীতি নীতি মেনে দেবতাদের প্রতীকী মূর্তিকে স্নান করিয়ে উৎসবের সূচনা হয়।

এই স্নান যাত্রার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিনদুপুরে ব্যবসায়ীর উপর প্রাণঘাতি হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। দিন দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ রাজা চৌমুহনী ব্যবসায়ীর উপর প্রাণঘাতি হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সাথে সাথে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আহতকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ এসটিজিটি চাকরি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন মিলিত হয়েছেন এসটিজিটি পরীক্ষার চাকুরী প্রত্যাশী যুবক যুবতীরা। পরর্বতী সময়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। এদিন ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি অশ্রুসিক্ত নয়নে করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষায় হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশও করছে না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না টিআরবিটি। প্রায় ৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।এ বিষয়ে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। ত্রিপুরায় একের পর এক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধী দল সিপিআই(এম), কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মসূচিতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে শাসকদলের দুষ্কৃতকারীরা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, অধিকাংশ ঘটনাতেই পুলিশের উপস্থিতি থাকলেও তারা কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকেছে বলে অভিযোগ। তাই রাজ্যের আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিনের চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক 'পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড' দেওয়ার ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক হামলা, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, মোটরবাইক ধ্বংস, সভা ভণ্ডুল ইত্যাদি ঘটনা প্রায় দৈনন্দিন চিত্রে পরিণত হয়েছে। এমনকি এসব হামলা দিবালোকে পুলিশী সামনেই ঘটছে। অথচ পুলিশ কোনওরকম হস্তক্ষেপ করছে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মন্দির ও স্কুলে চুরি !

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ জুলাই।। রাতের আঁধারে কালী মন্দিরে লল ও শিক্ষালয়ে হানা দিলো চুরের দল। ওই ঘটনায় বিশালগড় থানাধীন বাইদ্যার দীঘি শক্তি মাতা সংঘ কালীমন্দিরে ও পিএম শ্রী বাইদ্যাদীঘি এইচএস স্কুল এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, নেশার টাকা জোগাড় করতে এবার স্বয়ং কালী ঠাকুর ঘর সহ শিক্ষালয়ে হানা দিলো চোরের দল। প্রথমে কালী মন্দিরের দরজার ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে সমস্ত প্রণামী টাকা চুরি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,৩ জুলাই ২০২৫ইং
১৮ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনবিস্ফোরণ !

বিশ্বের জনসংখ্যা ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি পার হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল জনবিস্ফোরণের কারণ কী, তাহা নিয়া বাজারে যে মিথ রহিয়াছে, তাহা কার্য্যত খারিজ করিয়া দিয়াছে জাতিসঙ্ঘ। বিশ্বের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি নিয়া যে সমস্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আতঙ্কিত মানুষ।কেউ বলিতেছে বিশ্বে তিল ধারণের জায়গা নাই, কেউ বলিতেছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। আবার কেউ লিখিতেছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখাশোনা করিবার কেউ নাই। এমন নানা উদ্বেগের কথা প্রতিবেদনে উঠিয়া আসিতেছে, কোথাও ইতিবাচক কোনো কথা নাই।জাতিসঙ্ঘের সর্বশেষ স্টেট অফ ওয়ার্ল পপুলেশন রিপোর্টে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়া এবং বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়া তাৎপর্য্যপূর্ণ বার্তা দেওয়া হইয়ছে। যেমন একটা মিথ চালু ছিল অনেক মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাই বাড়িতেছে জনসংখ্যা। এর ফলে জলবায়ু বিপর্য্যয়, সম্পদ নিয়ে সীমাহীন সংঘাত, ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা, মহামারী, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় তৈরি হইবে।

কিন্তু সত্য হইল বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়নে অর্থাৎ ৮০০ কোটিতে পৌঁছানো মানুষের উন্নতির লক্ষণ। এর অর্থ হইল আরও নবজাতক বাচিয়া যাইতেছে। আরও শিশু স্কুলে যাইতেছে, স্বাস্থ্যসেবা পাইতেছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উঠিতেছে। মানুষ আজ ১৯৯০ সালের তুলনায় প্রায় ১০ বছর বেশি বাচিয়া আছে। সেই কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি।দ্বিতীয় মিথ হইল পর্য্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ১৯৫০-এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী নারী শিশুর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি। বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ এমন জায়গায় বাস করে যেখানে প্রতিস্থাপনের হার কম। এটি একটি বিপদ সংকেত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এর ফলে জাতি ধ্বংস

হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা।কিন্তু এই সম্ভাবনা খারিজ করিয়া জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদনে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ব্যক্তিরা ক্রমবর্ধমানভাবে তাহাদের নিজস্ব প্রজনন বা জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনিতে সক্ষম হইয়াছে। তাই প্রজনন হার কমিতেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন নাই। অনেক দেশ ১৯৭০ এর দশক থেকে জনসংখ্যার হার হ্রাস পাইয়াছে।

কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৩ ও ৪ জুলাই জম্মু ও কাশ্মীরে সফর করবেন

শ্রীনগর, ২ জুলাই : কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৩ ও ৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীর সফর করবেন। তাঁর এই দুই দিনের সফরে তিনি শ্রীনগরে উচ্চ-স্তরের বৈঠকগুলি সভাপতিত্ব করবেন এবং কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং একাডেমিক প্রোগ্রামগুলিতে অংশ নেবেন।

৩ জুলাই সকালে শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান শ্রীনগরের সিভিল সেক্রেটারিয়েটে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি পর্য্যালোচনা বৈঠক করবেন। এরপর দুপুরে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক কমিটির বৈঠকে অংশ নেবেন, যেখানে প্রাকৃতিক চাষ এবং জাতীয় তেলবীজ মিশন নিয়ে আলোচনা হবে। সন্ধ্যায় তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী মনোজ সিনহার সম্মানে রাজভবনে আয়োজিত একটি সৌজন্য বৈঠকে অংশ নেবেন।

৪ জুলাই, সফরের দ্বিতীয় দিনে শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান শের-ই-কাশ্মীর কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের , শ্রীনগর-এর ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শ্রী মনোজ সিনহা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর শ্রী ওমর আবদুল্লাহ উপস্থিত থাকবেন।

সমাবর্তনে ৫,২৫০ শিক্ষার্থী তাদের স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণ করবেন। এছাড়া, ১৫০টি সোনালী পদক এবং ৪৪৫টি মেধা সন্দ

অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে এনএইচ-৩৯ এর পাশের অবৈধ দখল উচ্ছেদের উদ্যোগ

গুয়াহাটি, ২ জুলাই : অসম সরকার আসন্ন দিনগুলিতে অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তের বোকাজান-লাহোরিজান স্ট্রেচ (এনএইচ-৩৯) এলাকায় একটি নতুন উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য বোকাজান রেভিনিউ সার্কেল, কার্বি আংলং জেলার ওই অঞ্চলে অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ করা।

এটি হলো ওই এলাকায় দ্বিতীয় বড় উচ্ছেদ অভিযান, যা পূর্বে ডুডু কলোনি এলাকায় পরিচালিত হয়েছিল। এই বার্তা সরকার পরিষ্কারভাবে দিয়েছে অবৈধ বসতি এবং অপরাধী কার্য্যকলাপের সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না।

অসম বিধানসভার উপ-স্পিকার ড. নমল মোমিন, যিনি সম্প্রতি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন: 'এক ইঞ্চি জমিও সন্দেহজনক বাইরের লোকদের দেওয়া হবে না। মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়ি অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হবে।'

ড. মোমিনের মন্তব্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অধীনে রাজ্যের বৃহত্তর অবৈধ দখল বিরোধী নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা আসামের প্রতিটি জেলার অন্তত একবার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত করেছে। এই উদ্যোগটির উদ্দেশ্য হল সরকারি এবং জনসাধারণের জমির ওপর অবৈধ দখল রোধ করা।

অবৈধ দখলদারি মোকাবেলার পাশাপাশি, ড. মোমিন অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে জলাবদ্ধতার সমস্যার কথাও তুলে ধরেন, যা গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি অসম রাজ্যের প্রধান প্রকৌশলী এবং বোকাজান ও বারপথার বিভাগের কর্মকর্তাদের অবিলম্বে সংস্কার এবং নিষ্কাশন কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন।

তিনি আরও আশ্বস্ত করেন যে, লাহোরিজান এনএইচ-৩৯ এবং অন্যান্য সরকারি জমির সব দখলিত এলাকা খুব শিগগিরই মুক্ত করা হবে।

ড. মোমিনের সঙ্গে ওই পরিদর্শনে ছিলেন মনোনীত ম্যাক মুকুত মহন্ত, কাকুমনি সাইকিয়া (এসডিও-সিভিল, বোকাজান) এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা, যারা পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

আসন্ন এই উচ্ছেদ অভিযান সরকারের পক্ষ থেকে অবৈধ জমি দখল বিরোধী অবস্থান শক্তিশালী করতে এবং এই সংবেদনশীল আন্তঃরাজ্য সড়কটির অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যেভাবে সামরিক শক্তি অর্জন করেছে ইরান

অর্চি অতন্দ্রিলা

ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে। দুই দেশই পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সংঘাতের এই পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরেও দুই দেশ প্রায় যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল।

এই প্রতিবেদনটি সেসময় তৈরি করা হয়েছে। সম্প্রতি ইসরায়েলে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। এটিকে ইসরায়েলের অপরাধের 'ন্যূনতম শাস্তি' বলে উল্লেখ করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনী। এ হামলার কৌশলগত দিক বিশ্লেষণ করে আমেরিকার ইনস্টিটিউট ফর দ্যা স্টাডি অফ ওয়ার বলছে, এত বেশি সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র এমনভাবে ছোড়া হয়েছে যেটি ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চাপে ফেলেছে।

ইসরায়েলি বাহিনী সবার আগে ঘনবসতি এলাকায় হামলা ঠেকাতে চেয়েছে এবং তুলনামূলক কম ঘনবসতি এলাকা ঝুঁকির মুখে পড়ে। এজন্য বেশ কয়েকটি বিমানঘাঁটি যেগুলো তুলনামূলক কম ঘনবসতি এলাকায় সেগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি ইসরায়েল। তেল আবিবের কাছে গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তরের কাছেও আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র।

আগে থেকেই ইসরায়েল বা আমেরিকার জন্য একটা বড় মাথাব্যথার জায়গা ছিল ইরান।

লেবাননের হেজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি, অথবা সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর অস্ত্রশস্ত্রের পেছনে ইরানের সম্পৃক্ততার কথা এসেছে বারবার। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিমাদের উদ্বেগ ছিল অনেক আগে থেকেই। আয়রন ডোমসহ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও ইরানের হামলা পুরোপুরি ঠেকাতে পারেনি ইসরায়েল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বহু ধরনের নিষেধাজ্ঞায় থাকা ইরান কীভাবে অস্ত্র পাচ্ছে বা তৈরি করছে?

আধুনিক অস্ত্রের ইতিহাস - ইরানের বর্তমান অস্ত্রের সক্ষমতার পেছনে যেসব বিষয় কাজ করেছে সেটা জানতে একটু পেছন থেকে শুরু করতে হবে। ইরানের সামরিক বাহিনীর ইতিহাস আড়াই হাজার বছর পুরনো। তবে আধুনিক সেনাবাহিনী বা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার শুরুটা হয়েছিল রেজা খান বা রেজা শাহ পাহলভির হাত ধরে যিনি ১৯২০ এর দশকে সেনাকমান্ডার থেকে পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী ও রাজা হয়েছিলেন।

সামরিক বাহিনীর কমান্ডার হওয়ার পর তিনি আরতেশ বাহিনী গঠন করেন যেটিকে আধুনিক এক সশস্ত্র বাহিনীর সূচনা হিসেবে দেখা হয়। তিনি ইরানকে একটি আঞ্চলিক শক্তিতে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি হাজারো অফিসারকে বিদেশে মিলিটারি একাডেমিতে পাঠিয়েছিলেন, পাশাপাশি নিজ দেশের বাহিনীকে বড় করতে থাকেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পশ্চিমা অফিসারও নিয়োগ দেন (সূত্র: দা মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের দখল নেয়। নাৎসি জার্মানির সাথে সুসম্পর্কের জেরে রেজা শাহকে সরিয়ে রাজার আসনে আনা হয় তার পুত্র মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে, যিনি শাসনকালের প্রায় পুরোটা সময় পশ্চিমাপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমাদের নজর ছিল ইরানের তেলের দিকে, সেই তেলের টাকায় ৬০ থেকে ৭০ দশকজুড়ে মূলত আমেরিকা থেকে বহু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়। ইরানের শেষ শাহ বা রাজা মোহাম্মদ রেজা পাহলভি দেশকে আধুনিকায়ন করতে উদ্যোগ নিলেও জনবিচ্ছিন্নতা, একনায়কতন্ত্রএমন নানা প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের সূচনা হয়। দাঙ্গা, ধর্মঘট আর বিক্ষোভের বাস্তবতায় দেশ ছেড়ে পালাতে হয় শাহ ও তার পরিবারকে। তবে তার অস্ত্র কেনা, সামরিক প্রশিক্ষণ, এমন নানা পদক্ষেপের কারণে ১৯৭৯ সালে বিপ্লবের সময় ইরানের বাহিনী ছিল সেঅঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর একটি। ইরানের সামরিক শক্তির ইতিহাস ও সক্ষমতার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে আমেরিকার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রতিবেদনে। বিপ্লব, নিষেধাজ্ঞার শুরু, সামরিক দিকে মোড় ঘোরানো ইরান-ইরাক যুদ্ধ ইসলামি বিপ্লবের সাথে আয়াতোল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির প্রত্যাবর্তন বা উত্থানেও সমস্যা ছিল না, সমস্যা বাঁধে কয়েক মাসের মাথায় যখন তার অনুগত একদল শিক্ষার্থী তেহরানে মার্কিন দূতাবাসের দখল নিয়ে ৫২ জন আমেরিকানকে জিম্মি করে। তাদের দাবি ছিল দেশান্তরী শাহকে বিচারের জন্য তেহরানে আনা। চারশো ৪৪ দিন স্থায়ী হওয়া এই সংকটের জেরে ইরানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যুক্তরাষ্ট্র। ইরান সেসময় অনেকটা একঘরে এবং সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেটাকেই "প্রথম অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা" বলা যায় যার জেরে তখন পর্যন্ত বাকি থাকা অস্ত্রের সরবরাহ আর পায়নি ইরান।

শাহ পাহলভির রেখে যাওয়া সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি ইসলামিক রেভল্যুশন গার্ড কর্পস বা বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা হয় আয়াতোল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে। ১৯৮০ সালে ইরানে ইরাক হামলা চালায়। প্রাথমিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে পেশাদারিত্ব বাড়তে থাকে নব্য গঠিত বিপ্লবী গার্ডের। ১৯৮২ সালে সাদ্দাম হোসেনের বাহিনীকে হটিয়ে পাল্টা হামলা করে ইরান। প্রথমদিকে আগেরকার মার্কিন অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করলেও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে এক পর্যায়ে জোড়াতালি দেয়া শুরু করতে হয়। যেমন একটি ফাইটার এফ-ফোরটিনের যন্ত্রাংশ আরেকটায় লাগিয়ে এমনভাবে, বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন ড. হুশ্যাং হাসান ইয়ারি, যিনি সামরিক ও ইরান বিষয়ক বিশ্লেষক এবং কানাডার রয়্যাল মিলিটারি কলেজের একজন এমিরেটাস অধ্যাপক। "লিবিয়া থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরি স্কাড মিসাইল ও যন্ত্রাংশ এনে, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে কীভাবে বানানো হয়েছে, সেটা দেখে নিজেরা বানানোর চেষ্টা করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগ্যানও গোপনে কিছু অস্ত্র বিক্রি করে যা কন্ট্রা স্ক্যান্ডাল নামে পরিচিত। ইসরায়েল কিছু অস্ত্র পায়, উত্তর কোরিয়া থেকেও ক্ষেপণাস্ত্র নেয়। ধীরে ধীরে এগুলোর সাথে নানা গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজন মেটাতে থাকে এবং তারা অবৈধভাবে বাইরে থেকে অস্ত্র আনার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ঢুকে যায়," বলছিলেন ড. ইয়ারি। ১৯৮৮ সালে যথেষ্ট সমর্থন এবং রসদের অভাবে যুদ্ধবিরতিতে যেতে বাধ্য হলেও যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে ইরানের সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা নীতিতে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা, যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি, সব মিলিয়ে পরবর্তী দশকগুলোতে স্বনির্ভরতা ও যুদ্ধের সক্ষমতা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ হয় ইরান। বিপ্লব এবং ইরান-ইরাক যুদ্ধের পর ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে বলে উল্লেখ করেন বিবিসি পার্সিয়ান সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক পারহাম ঘোবাদিও। বিশেষত ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ মিসাইলের বিষয়ে বেশি জোর দেয়া হয় এবং এজন্য "উত্তর কোরিয়ান, চিনা এবং রাশিয়ানদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে এবং নিজেরাই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে থাকে," বলছিলেন ঘোবাদি। ৯০-এর দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে শিয়া গোষ্ঠী আর বিভিন্ন দিকে সম্ভাব্য মিত্রদের সাথে নেটওয়ার্ক শক্ত করতে থাকে ইরান। চার দশকের বেশি সময় ধরে বহু ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসে দেশটির উপর। শুধুমাত্র জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ইরান সংশ্লিষ্ট ছয় শতাধিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা। বর্তমান সক্ষমতা এবং এর উৎস ইসরায়েলের এবারকার হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ২০০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র যেটি অনেক কম সময়ে আঘাত হানতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারাও জানিয়েছেন এগুলো ঠেকানো কিছুটা কঠিন কারণ এর গতি।

এপ্রিল মাসে ইসরায়েলে ইরান যে হামলা করেছিল সে তুলনায় এটি একটি বড় পার্থক্যের জায়গা বলে উল্লেখ করেন মি. ঘোবাদি।

আগেকার হামলায় ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোনের মতো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। যেখানে ড্রোন ইসরায়েলে পৌঁছাতে ছয়-সাত ঘণ্টা সময় নেয় সে তুলনায় এবারকার হামলায় হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের দাবি করেছে ইরান যেটা ইসরায়েল পৌঁছাতে গড়পড়তা দশ মিনিটের মতো সময় লাগে বলে উল্লেখ করেন পারহাম ঘোবাদি।

প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের মতো দূরত্ব এত কম সময়ে পাড়ি দেয়ায় আগের তুলনায় বেশি আঘাত হানতে পেরেছে মনে করেন তিনি। শুধু ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে দেখলেও ইরানের স্বল্প ও দূরপাল্লার বিভিন্ন ধরনের মিসাইল রয়েছে। যেমন শাহাব-৩ দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত পাড়ি দিতে সক্ষম, অর্থাৎ ইসরায়েল পার করে মিশর, অন্যদিকে ইউরোপ, রাশিয়া, ভারত বা চিন পর্যন্তও যেতে পারে সে ক্ষেপণাস্ত্র। ইরানের অস্ত্র সরঞ্জামের বড় যোগানদাতা রাশিয়া হলেও ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকেই নিজেদের তৈরি ড্রোন দিয়েছে ইরান।

অনেকে বলেন ইরান যদি একবার কিছু একটা দেখার সুযোগ পায় এবং মনে করে তাদের জন্য এটা ভালো হতে পারে তাহলে সেটা তারা বানিয়ে ফেলতে পারে। "কয়েক বছর আগে আমেরিকার ড্রোন ভূপাতিত করার পর তারা ড্রোন বানাতে থাকে এবং এখন ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি তাদের প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ড্রোন" বলছিলেন ঘোবাদি। তবে ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ মাধ্যম আইএসএনএ'র এপ্রিল মাসের একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স আরও বেশ কিছু দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের তথ্য উল্লেখ করেছ।

যেমন: হাজ কাসেম — ১৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে, খেইবার --- ২০০০ কিলোমিটার এবং সেজিল --- ২৫০০ কিলোমিটার, যেটি ঘণ্টায় ১৭ হাজার কিলোমিটারের বেশি গতিতে ছুটতে সক্ষম। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা ইরানের সবচেয়ে বেশি বলে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র। বহু ধরনের মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রের বহর ছাড়াও অনেক ধরনের অস্ত্রসম্ভার রয়েছে ইরানের। সেনাবাহিনীর রয়েছে অনেক ধরনের বন্দুক, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান, রকেট লঞ্চারের মতো অস্ত্র। নৌবাহিনীর রয়েছে অনেক ধরনের ছোট-বড় রণতরী, নেভাল মাইন বা বিস্ফোরক, ডুবোজাহাজ, হেলিকপ্টারবাহী তরী এবং টহল জাহাজ। বিমান বাহিনীর আছে হেলিকপ্টার, যুদ্ধবিমান ও বহু ধরনের ড্রোন। সাইবার শক্তিও যথেষ্ট উন্নত করেছে ইরান। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ করার দিক তো ছিলই, যেটা নিয়ে সম্প্রতি জো বাইডেনও জানিয়েছেন ইরানে কোনও পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা তিনি সমর্থন করেন না। নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর বহরকে তুলনামূলক পুরনো ধাঁচের বা কম সক্ষম হিসেবে দেখা হলেও মঙ্গলবারের হামলা থেকে বোঝা যাচ্ছে তাদের হামলা এবং আঘাত করতে পারার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে বলছিলেন, মি. ঘোবাদি। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার-এর তথ্য অনুযায়ী সামরিক সক্ষমতায় ১৪৫টি দেশের মধ্যে ইরানের অবস্থান ১৪ তম, যা ইসরায়েলের (১৭-তম) চেয়েও এগিয়ে। তাদের হিসেবে ইরানের ৫৫১টি সামরিক বিমান, ১২৯টি হেলিকপ্টার, ৬৫,৭৬৫টি সাঁজোয়া যান, ১,৯৯৬টি ট্যাংক, ১০১টি যুদ্ধজাহাজ ও ১৯টি ডুবোজাহাজ রয়েছে। তবে, ইরানের অস্ত্র নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সেখানেও পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ সেখানে ইরানের নৌবাহিনীতে কোনও আকাশযান বা হেলিকপ্টার বহন করার সক্ষমতা নেই বলা হয়, যদিও ২০২১ সালে ইরানের সামরিক মহড়ার প্রকাশিত ছবিতে মাকরান নামে একটি হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ দেখা যায়। তবে, প্রশ্ন আসে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কীভাবে এই সক্ষমতা তৈরি করলো।

নিজস্ব অস্ত্র সমৃদ্ধ করতে ইরান বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে যন্ত্রাংশ চোরাচালান করে নিয়ে আসে। এছাড়া রাশিয়া তো আছেই, চীন ও উত্তর কোরিয়ার উপরেও কিছুটা নির্ভর করে তারা, বলছিলেন ড. হুশ্যাং হাসান ইয়ারি।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ২০২৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী শুধু ২০২৩ সালেই ইরান ১০.৩ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এক হাজার কোটি ডলারের বেশি অস্ত্রের পেছনে খরচ করেছে।

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের হিসেবে বছরে ৯৯৫ কোটি ডলার বাজেট বরাদ্দ করা হয় সামরিক খাতে।

তবে ড. ইয়ারির মতে, পশ্চিমাদের তুলনায় ইরানের অস্ত্র অতটা নিখুঁত না হওয়ায় তারা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বাড়িয়েছে যেটা সাম্প্রতিক হামলাগুলো থেকেও লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি করতে কাজ করার মতো ইরানের বেশ কিছু স্কলার রয়েছেন যারা ন্যানোটেকনোলজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর মতো গবেষণা ও কাজ করেন, বলছিলেন ড. রাজিয়া সুলতানা, যিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের একজন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো। ইরান, মধ্যপ্রাচ্য, লেবাননের হেজবুল্লাহ সম্পর্কে গবেষণাধর্মী লেখা রয়েছে তার। ইরান বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানিও করে বলে জানাচ্ছেন তিনি। এত অর্থ আসে কীভাবে? ইরানের আর্থিক সামর্থ্যের পেছনে সবচেয়ে বড় যে দিক কাজ করেছে সেটি মূলত এর প্রাকৃতিক সম্পদ। যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালেও বিশ্বে গ্যাসের দ্বিতীয় ও তেলের তৃতীয় বৃহত্তম মজুদ ছিল ইরানের। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ইরান। এছাড়া ইরান লাগোয়া হরমুজ প্রণালী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৩৪ কিলোমিটার প্রশস্ত এ অংশ দিয়ে বিশ্বের ২১ শতাংশ তেলের সরবরাহ হয়। মজার বিষয় হলো ইরানের জ্বালানি কেন্দ্র করে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও খোদ আমেরিকাও তাদের জ্বালানি কেনে। মাঝে ১০ বছর পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও গত চার বছরে কিছু তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য কিনেছে তারা, যেটা প্রকাশ করেছে আমেরিকাই। জ্বালানি তো বটেই, এর বাইরেও নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করে ইরান। বিশ্বে বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ইরানের আপেল, গম, যব, কমলা, আখ, আলু, পোল্ট্রি বা সবজির মতো পণ্য রয়েছে। এছাড়া অস্ত্র, সিমেন্ট, রাসায়নিক পদার্থ, নির্মাণ সামগ্রী, সার, ধাতব পণ্য, টেক্সটাইলের মতো অনেক ধরনের পণ্য রয়েছে, এবং বড় যুদ্ধ বাঁধলে সেসব খাতে বিশ্ববাজারে একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে তারা (তথ্য — গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার)। বাংলাদেশেও ইরানের আতর, রত্নপাথর বা জাফরানের মতো পণ্য কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস ইরানের পণ্যকে বিশ্বব্যাপী আলাদা একটা নামডাকের জায়গা দিয়েছে বলছিলেন ড. সুলতানা। ইরানের কার্পেট, কারুপণ্য ও হস্তশিল্পে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছিলেন, "আমেরিকা যে ইরানকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে তা সত্ত্বেও আমি ওয়াশিংটনে, বোস্টনে সেসব কার্পেটের দোকান দেখেছি।" আনঅফিসিয়াল বাণিজ্যের মাধ্যমে বার্টার, হুন্ডি, ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বাজারও ধরে রেখেছে ইরান, যেখানে বড় ক্রেতা হিসেবে আফগানিস্তান, সিরিয়া, তুরস্ক,চিন, রাশিয়ার মতো দেশ রয়েছে বলছিলেন তিনি।

ইরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানও রয়েছে যেটা এশিয়ার সাথে মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর এবং ইউরোপের সংযোগ তৈরি করে। অনেক ইরানি বিশ্লেষক মনে করেন নিষেধাজ্ঞায় জনগণের উপরে বড় ধাক্কা আসলেও সেসব নিষেধাজ্ঞাই ইরানকে স্বনির্ভর হতে, নিজেদের উন্নতিতে বিকল্প পথ তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

এছাড়া ইরানের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে এবং বিপ্লবী গার্ড বাহিনীকে সমৃদ্ধ করতে নেতৃত্বের একটা বড় প্রভাবের কথাও আসে। ইরানের কিছু পর্যবেক্ষকের সাথে আলোচনায় ড. সুলতানা ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছেন। "তার (খামেনি) একনায়কতন্ত্রটা দেশের জনগণ অতটা ভালোভাবে না নিলেও, তারা এটা স্বীকার করে যে দেশের স্বার্থে, বিশেষত পশ্চিমা শক্তিকে পাল্লা দিতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব ধরে রাখতে আয়াতোল্লাহ খামেনির যে নেতৃত্ব এবং সাহস সেটা বড় ভূমিকা পালন করে।"

এমন অনেক কিছুর সমন্বয়ে নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যের একটি বড় আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করে গেছে ইরান। গড়ে তুলেছে বিস্তৃত এক প্রক্সি নেটওয়ার্ক। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে পশ্চিমা নানা নিষেধাজ্ঞা থেকে ইরানে বের হয়ে আসার মতো কোনও আলামত তো নেই, বরং বড়সড় যুদ্ধে জড়ালে আরও কিছু নতুন বাস্তবতার মুখেই পড়তে যাচ্ছে তারা।

সীসাকে স্বর্ণে পরিণত করলেন বিজ্ঞানীরা

অনিক রায়

যুগে যুগে মানুষ স্বপ্ন দেখেছে পরশ পাথর তৈরি করতে। লোহা বা সীসাকে স্বর্ণে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন অনেক বিজ্ঞানীরাও। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের আলকেমিস্টরা সেই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। আধুনিক যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীও চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আইজ্যাক নিউটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনের অনেকটা বছর কাটিয়েছেন শুধু পরশ পাথরের খোঁজে। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে এটা অবাস্তব বলেই মনে হতে পারে। কারণ সীসা আর স্বর্ণদুটোই আলাদা মৌলিক পদার্থ। শুধু রাসায়নিক বিক্রিয়া দিয়ে একটাকে আরেকটায় রূপান্তর করা যায় না। তবে পারমাণবিক স্তরে গেলে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সীসা আর স্বর্ণের মধ্যে আসল পার্থক্যটা খুবই নির্দিষ্ট। সীসার পরমাণুর চেয়ে স্বর্ণের পরমাণুতে মাত্র তিনটি অতিরিক্ত প্রোটন থাকে। তাহলে কি তিনটি প্রোটন বেরিয়ে গেলেই সীসা স্বর্ণে রূপান্তর হবে?

বিজ্ঞানের হিসেবে সেটা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে? খুব কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজটাই হঠাৎ করে ফেলেছেন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের পদার্থবিজ্ঞানীরা। তবে ইচ্ছে করে নয়, দুর্ঘটনাবশত!

আধুনিক যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীও চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আইজ্যাক নিউটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনের অনেকটা বছর কাটিয়েছেন শুধু পরশ পাথরের খোঁজে। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে অ্যালিস নামে একটি পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা সীসার পরমাণু একে অপরের দিকে তীব্র গতিতে ছুঁড়ে মারেন। উদ্দেশ্য ছিল বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরের অবস্থার একটা প্রতিরূপ তৈরি করা। এই সংঘর্ষে সবসময় সরাসরি ধাক্কা লাগে না। বেশিরভাগ সময় সীসার পরমাণুগুলো খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। একে বলে নিয়ার-মিস বা প্রায় সংঘর্ষ হওয়া। এমন পরিস্থিতিতে কণাগুলো একে অপরের প্রতি প্রবল বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল প্রয়োগ করে। প্রায় সংঘর্ষের সময় প্রচণ্ড বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের প্রভাবে কোনো পরমাণুর প্রোটন বেরিয়ে যেতে পারে। আর ঠিক তিনটি প্রোটন বেরিয়ে গেলেই সীসার পরমাণু বদলে যাবে স্বর্ণে!

অ্যালিস পরীক্ষার সময় বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ৮৯ হাজার স্বর্ণের পরমাণু তৈরি হচ্ছে! সঙ্গে তৈরি হচ্ছে থ্যালিয়াম আর পারদ। সীসা থেকে একটা পরমাণু কমলে তৈরি হয় থ্যালিয়াম, আর দুটি কমলে পারদ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কীভাবে বুঝলেন যে এটা সত্যিই স্বর্ণ তৈরি হয়েছে? এখানে একটা সমস্যা হলো, এই স্বর্ণের পরমাণুগুলো সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। কারণ সেগুলো খুব দ্রুত কলাইডারের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিজ্ঞানীরা একে চিহ্নিত করেন পরোক্ষভাবে। তারা ব্যবহার করেন জিরো-ডিগ্রি ক্যালরিমিটার নামে একধরনের বিশেষ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, কয়টি প্রোটন সীসার পরমাণু থেকে ছিটকে পড়েছে। তিনটি প্রোটন হারানো মানেই সেটা স্বর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতে কি লাভ হচ্ছে নাকি ক্ষতি? শুনে মনে হতে পারে, সত্যি যদি স্বর্ণ তৈরি হয়, তাহলে তো বিশাল সাফল্য! কিন্তু বাস্তবতা একটু আলাদা। যে মুহূর্তে সীসার পরমাণু তার আসল গঠন হারায়, মানে প্রোটন হারিয়ে ফেলে, তখন সেটা আর কলাইডারের মধ্যে স্থিতিশীলভাবে ঘুরতে পারে না। কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যেই সেটা কলাইডারের দেওয়ালে ধাক্কা খায়। ফলে কণার প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এই অনিচ্ছাকৃত স্বর্ণ উৎপাদন একরকম ঝামেলাই। আলকেমিস্টদের হাজার বছরের স্বপ্ন অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বিজ্ঞানীরা সফল করেছেন। যদিও তা খুব সামান্য, কিন্তু সম্ভব তো হয়েছে! এতই সামান্য যে এই স্বর্ণ দিয়ে গহনা তো দূরের কথা, ধূলিকণাও তৈরি করা যাবে না। কিন্তু তবুও এটা নিয়ে এত কৌতূহল কেন? আসলে এটা শুধু একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা নয়, বরং এই অজান্তেই পাওয়া ফলাফলগুলো ভবিষ্যতের বড় পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কীভাবে প্রোটন বেরিয়ে আসে, কোন পরিস্থিতিতে বেরোয় এবং কোন মৌল তৈরি হয়, এসব বুঝতে পারলে আরও সূক্ষ্ম ও নিখুঁত গবেষণা করা সম্ভব হবে। তবে একটা কথা বলাই যায়, আলকেমিস্টদের হাজার বছরের স্বপ্ন অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বিজ্ঞানীরা সফল করেছেন। যদিও তা খুব সামান্য, কিন্তু সম্ভব তো হয়েছে! এতই সামান্য যে এই স্বর্ণ দিয়ে গহনা তো দূরের কথা, ধূলিকণাও তৈরি করা যাবে না। তবে, যুগে যুগে যা অলৌকিক বলে ধরা হতো, তা-ই আজ বিজ্ঞানের অনিচ্ছাকৃত খেলায় বাস্তব হয়ে উঠেছে। পরশ পাথর হয়তো নেই, কিন্তু পারমাণবিক শক্তি দিয়ে আজ মানুষ প্রকৃতির মৌলিক নিয়মকেও অল্প সময়ের জন্য হলেও বদলে দিতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার রামনগর আউটপোস্টের অভিযানে এক বাংলাদেশী যুবক আটক করা হয়।

সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন মামলায় অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সংসদ ভবনে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত দুই অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি সুব্রমনিয়ম প্রসাদ এবং হরীশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ অভিযুক্ত নীলম আজাদ এবং মহেশ কুমাওয়াতকে ব্যক্তিগত ৫০,০০০ টাকার বন্ড এবং সমপরিমাণের দুটি জামিনদার শর্তে জামিন মঞ্জুর করেছেন। সাথে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, তাঁরা এই ঘটনাকে ঘিরে কোনও মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার এবং সামাজিক মাধ্যমে কিছু পোস্ট দিতে পারবেন না। এর আগে ট্রায়াল কোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করায় অভিযুক্তরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের সংসদ হামলার বার্ষিকীতে সংসদের জিরো আওয়ারে এক বড় নিরাপত্তা ত্রুটির ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন ডি সংসদের দর্শক গ্যালারি থেকে লাফিয়ে লোকসভা কক্ষে ঢুকে পড়েন এবং হলুদ গ্যাসের ক্যানিস্টার খুলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পরে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপে তাদের আটক করা হয়। একই সময়ে, অন্য দুই অভিযুক্ত আমোল শিন্ডে ও নীলম আজাদ সংসদ ভবনের বাইরে ক্যানিস্টার থেকে রঙিন গ্যাস ছেড়ে "তানাশাহী চলবে না" বলে স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশ চারজনকেই গ্রেফতার করেছিল। পরবর্তী সময়ে কুমাওয়াত ও ঝা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

অমরনাথ যাত্রায় কাশ্মীরে আগত তীর্থযাত্রীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা স্থানীয়দের

শ্রীনগর, ২ জুলাই : আমরনাথ যাত্রার প্রথম দলকে স্বাগত জানাতে কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা এক মনোরম পরিবেশ তৈরি করেন। বুধবার শত শত তীর্থযাত্রী কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছালে কুলগাম, অনন্তনাগ ও শ্রীনগর জেলায় তাদের উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। জম্মুর ভগবতী নগরের যাত্রা শিবির থেকে উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া প্রথম দলের ৫,৮৯২ জন তীর্থযাত্রীকে পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা।

দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার কাজিগুন্ড এলাকার নবযুগ টানেলের মাধ্যমে তীর্থযাত্রীরা উপত্যকায় প্রবেশ করলে সাউথ কাশ্মীর রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ও কুলগামের ডেপুটি কমিশনার তাদের স্বাগত জানান। তীর্থযাত্রীদের ফুলের মালা, মিষ্টি ও ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে স্বাগত জানান বিজেপি নেতা রবীন্দ্র রায়নাও। কনভয় দুটি ভাগে ভাগ হয়ে বালতাল ও পাহলগাম শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, যেখান থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে তীর্থযাত্রীরা ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত গুহামন্দিরের দিকে রওনা হবেন। পথে পাহলগামের নুনওয়ান বেস ক্যাম্প ও শ্রীনগরের নওগাম এলাকাতেও তীর্থযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানো হয় বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

ছত্তীসগড়ের বিজাপুর জঙ্গলে মাওবাদীর আইইডি বিস্ফোরণে আহত এক ব্যক্তি

ভোপাল, ২ জুলাই : ছত্তীসগড়ের বিজাপুর জেলার জঙ্গলে মাওবাদী বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হলেন এক সাধারণ গ্রামবাসী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিরাকোন্টা ও ডাম্পায়ার মধ্যবর্তী জঙ্গলঘেরা এলাকায় এই আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম বিশাল গোটে (৩২)। তিনি মাদ্দেদ থানার অন্তর্গত মোতালাগুডা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় বনজ সম্পদ 'ফুটু' সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন জঙ্গলে। সেখানেই তিনি একটি আইইডি-র ওপর পা দেন, যা মাওবাদীরা গোপনে পুঁতে রেখেছিল।

এই বিস্ফোরণের তীব্রতায় বিশালের পা ও মুখে গুরুতর চোট লাগে। তাঁকে প্রথমে মাদ্দেদ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিজাপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য জগদলপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও স্থিতিশীল।

নিরাপত্তা বাহিনী মনে করছে, বিস্ফোরকটি আগেই পুঁতে রাখা হয়েছিল, যার লক্ষ্য হতে পারত নিরাপত্তা বাহিনী অথবা নিরীহ গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং বোম স্কোয়াড দিয়ে এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। আরও কোনও বিস্ফোরক মজুত রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐ অভিযান চলছে।

এই ঘটনা বস্তার অঞ্চলে সাম্প্রতিক মাওবাদী আক্রমণগুলির ধারাবাহিকতার অংশ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিছুদিন আগেই আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের হত্যা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ওই অঞ্চলে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং জঙ্গলে প্রবেশের সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেছে। সন্দেহজনক কোনও বস্তু, তার বা মাটি খুঁড়ে ওঠা অংশ দেখলে তা অবিলম্বে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন বা ক্যাম্পে জানাতে বলা হয়েছে।

এই সাম্প্রতিক হামলা ফের একবার প্রমাণ করল, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য মাওবাদীরা এখনও আইইডি-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। অত্যন্ত প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি, সীমিত সংযোগ ব্যবস্থা এবং মাওবাদীদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে বিজাপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনো ঝুঁকিপূর্ণ রয়ে গেছে। সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মাওবাদী হুমকি মোকাবিলায় জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য।

তামিলনাড়ু পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু : রাজনৈতিক চাপে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে চাকরি ও জমি দেওয়ার ঘোষণা স্টালিন সরকারের

চেন্নাই, ২ জুলাই : তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলায় পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর শিকার ২৮ বছর বয়সি অজিত কুমারের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। মৃতের ছোট ভাই নবীন কুমারকে এএভিন-এর কারখানায় টেকনিশিয়ান পদে চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারটিকে একটি আবাসন জমিও বরাদ্দ করা হয়েছে।

ওই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘিরে রাজ্যজুড়ে প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা ও জনরোষ তৈরি হওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, শাসক দল ডিএমকে মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্টালিন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার একদিন পরেই এইসব ঘোষণা হয়েছে। মাদুরাই বেঞ্চ অব মাদ্রাজ হাইকোর্টের কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের চাপের পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

স্টালিন এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানান, মাদ্রাজ হাইকোর্ট জানিয়েছে সিবি-সিআইডি তদন্ত চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি চাই না এই তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠুক। তাই আমি এটি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছি। তামিলনাড়ু সরকার সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

তিনি দোষী পুলিশদের আচরণকে "অমার্জনীয় ও অন্যায়" বলে নিন্দা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে অজিত কুমারের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। মৃতের মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহায়তার আশ্বাস দেন।

অজিত কুমার মাদাপুরম ভদ্রকালি অম্মান মন্দিরে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করতেন। ২৭ জুন ৯.৫ সোভেরেইন সোনার চুরির অভিযোগে পুলিশ তাকে আটক করে। অভিযোগ, একটি ছয় সদস্যের স্পেশাল টিম তাকে হেফাজতে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে থিরুপ্পুভানম থানার পাঁচ পুলিশ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শিবগঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আশীষ রাওয়াতকে বাধ্যতামূলক অপেক্ষার তালিকায় রাখা হয়েছে। ডিএসপি-কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

সোমবার মাদুরাই বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, রাষ্ট্র নিজেই তার এক নাগরিককে হত্যা করেছে। প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্টে জানা গেছে, অজিতের দেহে অন্তত ৪৪টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এমনকি তার যৌনাঙ্গ, মুখ ও কানে লঙ্কার গুঁড়ো পাওয়া গেছে, যা চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের ইঙ্গিত দেয়।

আদালত আরও জানায়, রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া অপর্যাপ্ত এবং সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এমনকি উচ্চপদস্থদেরও বাদ না দিয়ে জবাবদিহি দাবি করে। বিচারপতির নির্দেশে মাদুরাই জেলা আদালতের একজন বিচারক ৮ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন।

সিবিআই-এর তদন্ত হাতে নেয়ার সিদ্ধান্তে এখন সকলের নজর রয়েছে এই সংবেদনশীল মামলার পরবর্তী গতিপথের দিকে। এই ঘটনায় তামিলনাড়ুতে হেফাজতে মৃত্যুর সমস্যা ফের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

কোল মন্ত্রক শুরু করতে চলেছে " রিক্লেম" খনিগুলির বন্ধ ও পুনঃব্যবহার নিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক উন্নয়ন কাঠামো

নয়াদিল্লী, ২ জুলাই ২০২৫: খনি বন্ধ এবং পুনঃব্যবহার নিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক 'রিক্লেম' নামক একটি নতুন কাঠামো চালু করতে চলেছে। আগামী ৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এই কাঠামো উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী গি. কিষণ রেড্ডি।

এই কাঠামোটি কয়লা মন্ত্রকের অধীনস্থ কোল কন্টোলার অর্গানাইজেশন এবং হার্টফুলনেস ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে। খনি বন্ধ হওয়ার ফলে স্থানীয় পরিবেশ এবং জীবিকা বিপর্যস্ত হয়এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়ে রিক্লেম কাঠামো এমন এক পদক্ষেপ যা দীর্ঘদিন ধরে খনি কেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলির ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই রূপান্তর নিশ্চিত করবে। রিক্লেম (রেসিলিয়েন্ট এংগেজমেন্ট এন্ড কমিউনিটি-লেডি এপ্রোচ ফর ইনক্লুসিভে মাইন-ক্লোজারে) কাঠামোটি খনি বন্ধ এবং পরবর্তী সময়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য একটি সুগঠিত গাইড হিসেবে কাজ করবে। এতে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের নির্দেশনা থাকবে, যা খনি বন্ধের সময় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে।

এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, নমুনা ফর্ম এবং মাঠপর্যায়ে পরীক্ষিত পদ্ধতি, যা ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লিঙ্গ সমতা, দুর্বল ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব এবং পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের উপর, যাতে রূপান্তরটি ন্যায্য ও স্থানীয় স্তরে প্রাসঙ্গিক হয়।রিক্লেম-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি বিশ্বাসভিত্তিক, পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণে ভিত্তিক রূপান্তর প্রক্রিয়া গড়ে তোলা, যাতে খনি-নির্ভর সম্প্রদায়গুলির জন্য একটি স্থিতিশীল ও সহনশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়।

মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যা : উত্তাল বিধানসভা, সরকারের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ বিরোধীদের, দুই দফা ওয়াকআউট

মুম্বই, ২ জুলাই: মহারাষ্ট্রে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনায় সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বুধবার বিধানসভা থেকে দু'দফা ওয়াকআউট করল বিরোধীরা। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মাত্র তিন মাসে রাজ্যে ৭৬৭ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। সেই সঙ্গে সয়াবিন চাষিদের প্রতিশ্রুত সহায়তা না দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এদিন বিধানসভায় রাজ্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী মকরন্দ পাটিল জানান, আত্মহত্যাকারী কৃষকদের পরিবারকে ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তবে জানুয়ারি-মার্চে আত্মহত্যাকারী ৭৬৭ জন কৃষকের মধ্যে ৩৭৬ জনকে ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে, ২০০ জনকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং ১৯৪টি মামলা এখনও তদন্তাধীন।

প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজয় ওয়াডেট্টিওয়ার বিধানসভায় ৯৭ নম্বর বিধির আওতায় কৃষকের আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব আনেন। তিনি জানান, মাত্র তিন মাসে ৭৬৭ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। এর মধ্যে ২০০টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১৯৪টি ঘটনার তদন্ত এখনও বাকি। সরকার এই গুরুতর বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অধ্যক্ষ রাহুল নারওয়েকার জানান, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর চেম্বারে ওই আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করেছেন, যদিও কৃষকের আত্মহত্যাকে তিনি উদ্বেগজনক বিষয় বলে স্বীকার করেন।

ওয়াডেট্টিওয়ারের অভিযোগ, একদিকে সরকার কৃষকদের সাহায্য করছে না, তারা বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করছেন। অন্যদিকে, সরকার পরিকাঠামো নির্মাণে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছে। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়া হচ্ছে না। সয়াবিন ও তুলা চাষিরা এখনও টাকা পাননি। নির্বাচনের আগে ঋণ মাফের কথা বললেও সরকার এখন সময় নষ্ট করছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, মহারাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি ৮৬,৩০০ কোটি টাকার শক্তিপীঠ মহামার্গ প্রকল্পে ২০,০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তবে কৃষিঋণ মাফের জন্য কোনও তহবিল নেই, প্রশ্ন তুলেন তিনি। তাঁর ক্ষোভের সুরে বলেন, কৃষকদের অবস্থা এতটাই খারাপ যে লাতুরের এক ৬৫ বছরের কৃষক অম্বাদাস পাওয়ার বলদের পরিবর্তে নিজেই নিজের গায়ে লাঙ্গল বেঁধে জমি চাষ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ওয়াডেট্টিওয়ার দাবি করেন, কৃষকদের সমস্যা নিয়ে অবিলম্বে আলোচনা হওয়া উচিত। শিবসেনা (ইউবিটি) বিধায়ক ভাস্কর যাদব বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন এবং জানান, এই বর্ষাকালীন অধিবেশন চলাকালীন কৃষকের আত্মহত্যা ঘটছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের। তাই অবিলম্বে খারিজ করা প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা উচিত।

অধ্যক্ষ জানান, বিষয়টি গুরুতর এবং বৃহস্পতিবার পুরো একটি দিন কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা হবে। তিনি বিরোধীদের প্রয়োজনীয় নোটিস জমা দিতে বলেন। কিন্তু বিরোধীরা সরকারের প্রতি সংবেদনহীনতা এবং আলোচনায় না আসার অভিযোগ তুলে দ্বিতীয়বার ওয়াকআউট করেন।

উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, সরকার আলোচনার ভয় পাচ্ছে না। আজকেই আলোচনায় প্রস্তুত। তবে বিরোধীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিষয়টি তুলে ধরছে। সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে।

এর আগে কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউবিটি) ও এনসিপি (শরদ পওয়ার গোষ্ঠী) মিলে বিদর্ভের সয়াবিন চাষিদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ তোলেছে। এনসিপি (এসপি)-র জয়ন্ত পাটিল ও রোহিত পাওয়ারের সঙ্গে ওয়াডেট্টিওয়ার অভিযোগ করেন, সরকার ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার দাবি করলেও বাস্তবে বহু কৃষক এখনও অর্থ পাননি। বিপণনমন্ত্রী জয়কুমার রাওয়ালের উত্তর অসন্তোষজনক বলে দাবি করে বিরোধীরা এরপর প্রথম ওয়াকআউট করেন।

হাজারিবাগে নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রাক্তন এরিয়া কমান্ডার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত

হাজারিবাগ, ২ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় বুধবার ভোরে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তৃতীয় প্রস্তুতি কমিটি (টিপিসি)-র প্রাক্তন এরিয়া কমান্ডার আনিস আনসারির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনের এই প্রাক্তন নেতার মৃতদেহ কেরেদারি-বুন্ডু রোড সংলগ্ন গেরুয়া নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

আনসারি রাঁচির বুধমু থানার অন্তর্গত মাতভে গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বুকের ওপর ২-৩টি গুলি চালানো হয়েছে। মৃতদেহটি স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম দেখতে পান এবং পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আনসারির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক অপরাধমূলক মামলা নথিভুক্ত ছিল। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, এটি চরমপন্থী গোষ্ঠী বা অপরাধী দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আনসারিকে গত বছর টিপিসি সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে টিপিসি-এর জোনাল কমান্ডার অভিষেকের নামে এক প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়, যেখানে জানানো হয় যে আনসারি ওরফে 'অভিনাশ'-কে অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রচারণাপত্রে আনসারি ও রমেশ্বর মাহাতো ওরফে পাহাড়িকে চিহ্নিত করে বলা হয়, তারা 'ভিকেএস তিওয়ারি গ্যাং'-এর নামে কন্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা আদায় করছিল। সেই সঙ্গে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে চাঁদাবাজি এবং প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী ও অপরাধী দলের মধ্যে চলমান এলাকা দখলের লড়াই জড়িয়ে থাকতে পারে।

কেরেদারি অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে হিংসার ঘটনা বেড়েছে। গত ২৫ জুন একই থানার অধীনে ফুলেশ্বর বেদিয়া ও বৈজু বেদিয়া নামে দুই পশু ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। জানা গেছে, তাঁদের কাছে ৫ লক্ষ টাকার তোলা দাবি করা হয়েছিল।

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER Ref. NO. F.5(1-140)-STORE/DHS/MDSSH/2025
Dated, Agartala 27/06/2025

Request for Proposal (RFP) for Development, Operation and Maintenance of a Multi-Disciplinary Super- Specialty Hospital, located at Agartala, Tripura under Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Mode on Public Private Partnership (PPP).
A Request for Proposal (RFP) is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Government of Tripura for Development, Operation and Maintenance of a Multi-Disciplinary Super- Specialty Hospital, located at Agartala, Tripura under Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Mode on Public Private Partnership (PPP).
The details of the tender are made available on website (www.tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 18-07-2025 up to 4:00 pm.
All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal So, bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.
ICA/C-1258/25

Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala

Short Notice Inviting Quotation

Sealed quotation are invited on behalf of the Director of Medical Education, Government of Tripura, Agartala from the interested lawful owners of light vehicle 01 (one) No. Maruti Eco (Petrol) having valid Commercial Registration issued by the Transport Authority of Tripura along with other valid necessary documents /certificates of the vehicle on rental basis for a period of 02(Two) years for using office of the Principal, Agartala Government Nursing College (AGNC), Agartala.
The quoted rate should not exceed the existing ceiling of hiring of vehicle fixed by the Finance Department as per DFPRT Tripura rules, 20219 [See Rule9(3) ANNEXURE-I fixing cellings for hiring of Vehicle.
i). Last date of receipt of the sealed question: 11-07-2025 up to 3.00 P.M.
ii). Quotation must be submitted with sealed cover through Courier Services /Registered Post/
Speed Posts in the name of Director of Medical Education, Govt. of Tripura, Agartala.
iii). Opening of the sealed quotation: 11-07-2025 at 3.30 PM, if possible.
Detailed terms & conditions of the quotation regarding this will be available in the Office of the Director of Medical Education, Govt. of Tripura, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala, West Tripura which may be collected by the interested owner / agencies of the vehicle from 11.00 AM to 5.00 P.M on all working days before 10-07-2024 and detailed terms & conditions may kindly be seen at Notice Board of this Directorate & website :dme.tripura.gov.in.
ICA/C/ 1262/25

Prof. (Dr.) H. P. Sarma
In-Charge Director of Medical Education
Government of Tripura

PNIe T No: 10/EE/RD/ BSGD/SPJ/2025-26, Dt. 30.06.2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District invites item wise e-tender from the resourceful & bonafied Agency /suppliers for i) Specified river sand/ black sand ii) 1st Category stone aggregate for construction work, for different block areas & various worksites within R.D Bishramganj Division, Sepahijala District for 2025-26 upto 3.00 PM of 14.07.2025. For details contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
ICA/C/1260/25

(Er. Samarendra Debbarma) Executive Engineer
RD Bishramganj Division, Sepahijala Tripura

ABRIDGED NOTICE FOR MIGRATION SUPPORT CENTRE (MSC) AT BENGALURU UNDER DDU-GKY, TRIPURA

Request for Proposal are hereby invited from Technical Support Agency to Establish and Operate a MSC at Bangalore under DDU-GKY, TRLM. Bidders shall submit the RFP document along with EMD of Rs. 90,000/- through the website : tripuratenders.gov.in and also the RFP documents maybe seen at www.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in/ www.rural tripura.gov.in. The bidders may submit the bid within 31/07/2025 upto 5:00 PM
ICA/C/1269/25

Sd/-
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from the eligible female candidates who are residing in Gram Panchayat/VC area as mentioned in column no. 3 for the recruitment of Anganwadi Worker and Anganwadi Helper on purely No Work No Honorarium" through WALK-IN- INTERVIEW Process which will held on 22/07/2025 at 11 AM onwards in the office of the CDPO, Satchand ICDS Project, Sabroom South Tripura along with filled up bio-data in prescribed application form (available in the office of the undersigned) with all necessary documents. No application will be received after 4 PM (18/07/2025).

List of vacant AWCs.

Sl. No.	Name of AWC	Name of GP/VC	Name of Project	Name of Vacant Post
1	2	3	4	5
1	Kobya Para AWC	Fulchari	Satchand ICDS Project	Anganwadi Worker
2	Iza Ram Para AWC	Uttar Taichama	Satchand ICDS Project	Anganwadi Worker
3	Dinana Tilla AWC	West Harna	Satchand ICDS Project	Anganwadi Worker
4	Nalung Sardhar Para	Kaladepha	Satchand ICDS Project	Anganwadi Worker
5	Panghata AWC	Dasarath Nagar	Satchand ICDS Project	Anganwadi Worker
6	Gobin Sardar Para AWC	Uttar Kaladepha	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper
7	Aswani Mahajan Para AWC	South Bhuratali	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper
8	Anna Prashad Para AWC	Gardhang	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper
9	Madhuban AWC	West Tekka	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper
10	Rajib Nagar Nath Para AWC	Rajib Nagar	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper
11	Arjun Prashad Para AWC	Madhab Nagar	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper
12	Bipin Sardar Para AWC	Kaladepha	Satchand ICDS Project	Anganwadi Helper

ICA D-517/25

Child Development Project Officer,
Satchand ICDS Project, Sabroom, South Tripura

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 21/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 136(One hundred and thirty-six)) Nos. of post of Agriculture Officer, TAFS, Grade-I, Group-B Gazetted on regular basis under the Department of Agriculture and Farmers' Welfare, Govt. of Tripura.
For detailed Advertisement please visit-https://tpsc.tripura.gov.in.
(S.Mog. JAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষায় স্বাদ বদলাতে বানাতে পারেন ইলিশের টক

বর্ষা হল ইলিশের মরসুম। পাতুড়ি থেকে ভাপা, এই সময়ে গোটা বাড়িজুড়ে ম ম করে ইলিশের গন্ধ। এই ঋতুতে বাঙালি বাড়িতে প্রায় প্রতি দিনই চলে ইলিশ পার্বণ। রেস্তরাঁয় খেতে গেলেও মেনুতে বাঙালি ইলিশের নানা পদ খোঁজে বাঙালি। বাজারে এখনও পর্যন্ত ইলিশ মাছের রমরমা না হলেও, অনেকের হেঁশেলেই ইলিশ ঢুকেছে।

কালোজিরে, বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল, ভাপা তো বানাবেনই, তবে খানিক স্বাদ বদলাতে এই বর্ষায় বানাতে পারেন ইলিশ মাছের টক। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

ইলিশ মাছ: ৪ টুকরো
তেল: ৩ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
তেঁতুলের টক: আধ কাপ
গোটা সর্ষে: আধ চা চামচ
মৌরি: ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ২টি
শুকনো লঙ্কা: ২টি
চিনি: ২ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ মতো

প্রণালী:

ইলিশ মাছ কেটে ধুয়ে ভাল করে নুন, হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন।

মাছ ভাজার তেলের মধ্যেই শুকনো লঙ্কা, সর্ষে এবং মৌরি ফোড়ন দিন।

এর পর কড়াইয়ে দিয়ে হলুদ, লঙ্কারগুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। তেল ছাড়তে শুরু করলে আগে থেকে ভেজে রাখা মাছগুলি কড়াইয়ে দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে নিন। দেখবেন মাছগুলি যেন ভেঙে না যায়।

কিছু ক্ষণ পর তেঁতুলের ক্বাথ, চিনি, পরিমাণমতো লবণ দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ কষিয়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন।

জল শুকিয়ে একটু মাখো মাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছের টকের জুড়ি মেলা ভার।

বর্ষার মরসুমে ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছেন?

রাস্তাঘাটের জল-কাদাকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হলে বর্ষা অনেকেরই প্রিয় ঋতু। এই মরসুমে কখনও গুমোট গরম কখনও আবার ঝড়বৃষ্টি। তাই এই সময়ে সাবধানে থাকাও জরুরি। কারণ বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন সংক্রমণ জাতীয় রোগবালাইয়ের প্রকোপ বাড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিকাশি হওয়া তো আছেই, সেই সঙ্গে পেটের গোলমালও লেগে থাকে।

এ সময়ে সুস্থ থাকতে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনা জরুরি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কী কী রাখবেন, রোজের খাদ্যতালিকায় রইল হদিস।

তেতো খাবার: বর্ষার মরসুমে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রতি দিন খাবারের পাতে রাখুন তেতো। হয় নিমপাতা, নয়তো উচ্ছে। এ সবের অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান শরীর চাঙ্গা রাখে ও এ সময়ে বাতাসে ভেসে বেড়ানো রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে।

লবঙ্গ-দারচিনি-কাঁচা হলুদ: রান্নায় লবঙ্গ ও দারচিনি বেশি করে ব্যবহার করুন। এই সব মশলার অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই মশলা দিয়ে চা করেও খেতে পারেন। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সকালে খালি পেটে কাঁচা হলুদ খান। রাতে দুধে কাঁচা হলুদ গুলেও খেতে পারেন।

বেশ কিছু মশলার অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

পর্যাপ্ত প্রোটিন: শরীর গড়তে গেলে প্রোটিন ছাড়া চলবে না। খাবার পাতে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ, যে কোনও রকমের প্রোটিন রাখুন রোজ। মাছ, মাংস, সয়াবিন, মুসুর ডাল, ডিম এ সব থেকে পাওয়া পুষ্টিগুণ শরীরকে ভিতর থেকে মজবুত করবে।

রসুন: সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুনও খেতে পারেন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরা এই সব্জির অনেক গুণ রয়েছে। অনেকটা সময় পেট খালি থাকার পর এক কোয়া রসুন খেলে এর রস সহজে শরীর থেকে টক্সিন পদার্থ দূর করে, রক্তকে পরিশুদ্ধ রাখে। কিছু ভাইরাস ও সংক্রমণজনিত অসুখ যেমন ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রতিরোধে রসুন খুব উপকারী।

সবুজ শাকসব্জি ও ফল: ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে, শরীরকে স্বাভাবিক শক্তির জোগান দিতে, ভিটামিন সি ও খনিজ পদার্থের জোগানে যাতে ঘাটতি না পড়ে, সে সবের দিকেও এ সময় নজর দিতে হবে। প্রতি দিন নিয়ম করে অন্তত একটা মরসুমি ফল খান। খাওয়ার পাতে সঙ্গে রাখুন পর্যাপ্ত সবুজ শাকসব্জি।

টক দই: টক দইয়ের ফারমেন্টেড এনজাইম খাবার হজমের জন্য ভীষণ উপযোগী। টক দইয়ের প্রোবায়োটিক উপাদান লিভারকে যেমন সুস্থ রাখে, তেমনই এর জেরে কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেকেই দুধ খেতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন দইয়ের উপর। দুধের তুলনায় দই অনেক বেশি সহজপাচ্য। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করার ক্ষেত্রেও দইয়ের জবাব নেই। শরীর যত টক্সিনমুক্ত হবে, ততই সুস্থ থাকবেন।

শরীরচর্চাই নেশা হতে পারে খাবারে অনিয়ম

এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে এই শিরোনামটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো যে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। এখন সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা একে অপরের যেন পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তবে এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে। শরীরচর্চা অতিরিক্ত পরিমাণে করে ফেললে তার ফলে খাবারে অনিয়ম সৃষ্টি হয়, এমনটাই দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে যারা অধিক পরিমাণে শরীর চর্চা করেন তারা শুধুমাত্র সারাদিন সেটার পেছনে ব্যয় করেন এবং সেটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এর ফলে তার সার্বিক মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি তার সামাজিক জীবনে প্রভাব পড়ে এর।

আরো পোস্ট- রক্ত চলাচল বাড়বে এই খাবারগুলি খেলে

বিশেষ পরীক্ষায় দেখা হয়েছে যে যারা খাবার নিয়ে অনিয়মের সমস্যায় ভোগেন তাদের মধ্যে কোন কিছুর প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ জন্মায় যেমন শরীরচর্চা। তবে আমরা এও জানি যে যদি আমরা শারীরিকভাবে কোন সমস্যায় ভুগি তখন ডাক্তারেরা নিজেরাও পরামর্শ দেন আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্যে। তার জন্য শরীর চর্চা বা যোগা বা অন্য যেকোনো ধরনের চর্চা করা যেতে পারে। তবে এর মধ্যেও একটি সমস্যা রয়েছে যেটা খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ২১৪০ জন মানুষের উপরে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল যাঁদের গড় বয়স ২৫ বছর। দেখা গেছে যাদের মধ্যে খাবারের অনিয়ম নিয়ে সমস্যা রয়েছে তারা ৩.৭ গুণ বেশি শরীরচর্চার প্রতি আকৃষ্ট যাদের মধ্যে খাবার সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম সমস্যা নেই তাদের থেকে। তবে জীবনের মান উন্নত করতে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি শরীর চর্চা করেন তাহলে সেটা কখনো ভুল নয়। তবে সেই শরীরচর্চা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

কারণ এই শরীরচর্চা করতে গিয়ে অনেকেই ক্র্যাশ ডায়েটের পক্ষপাতিত্ব করেন যার ফলে তারা বিশেষ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গুলো ডায়েট থেকে বাদ দেন এবং এর থেকে খাবার সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যার শুরু হয়।

রেস্তরাঁর মতো কষা মাংস বাড়িতেও হতে পারে

ছুটির দিনে বাহারি রান্না করে পরিবারের সকলকে চমকে দিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সব সময়ে উপায় হয় না। নতুন পদ রাঁধতে যা যা উপকরণ প্রয়োজন হয়, সব সময়ে তা রান্নাঘরে থাকে না। সব কিছু কিনে এনে গুছিয়ে রান্না করতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তবে প্রিয়জনের মন ভোলাতে শুধু বিদেশি রান্নাই বা করতে হবে কেন, ঘরোয়া মুরগির মাংস রান্না করেও প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

শুধু মাংস রাঁধার সময়ে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখুন। সাধারণ চিকেন কষার স্বাদও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে।

ম্যারিনেশন যেন ভাল হয়

মাংস রান্নার স্বাদ কেমন হবে, তা অনেকটা নির্ভর করে ম্যারিনেশনের উপরে। নানা উপকরণ দিয়ে রান্না করার পরেও মাংস শক্ত থেকে গেলে পুরো পরিশ্রমটাই বৃথা যায়। তাই ম্যারিনেশনে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। ম্যারিনেশন ভাল হলে মুখে দিলেও গলে যাবে চিকেন। ঝোলের স্বাদও লেগে থাকবে মুখে।

গুঁড়ো মশলা নয়

ছুটির দিন যখন, অফিস যাওয়ার তাড়াহুড়ো নেই। সে ক্ষেত্রে প্যাকেটের মশলার বদলে এক দিন পেঁয়াজ, রসুন মিক্সিটে বেটে রান্নায় দিন। ধাবা, রেস্তরাঁয় সব সময়ে টাটকা মশলা দিয়ে রান্না করা হয়। বাটার আগে মশলাগুলি শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া, তাতে স্বাদ বেশি খোলে। বাড়িতে এত কিছু সম্ভব না হলেও মিক্সিতে মশলা বেটে রান্নায় দিতে পারেন। স্বাদ ভাল হবে।

টম্যাটো এবং পেঁয়াজ একসঙ্গে ভেজে নিন মাংস রাঁধার সময়ে আগে পেঁয়াজ ভেজে নেন অনেকেই। তার পর সমস্ত মশলা কষিয়ে শেষে টম্যাটো দেন। তাতে স্বাদের এ দিক-ও দিক হতে পারে। তার চেয়ে যখন পেঁয়াজ দিচ্ছেন, তখনই টম্যাটো দিয়ে দিন। দু'টো একসঙ্গে বাদামি করে ভেজে নিন। এতে টম্যাটো রান্নার সঙ্গে ভাল করে মিশে যাবে। স্বাদেও একটা টক-মিষ্টি ব্যাপার আসবে।

ভাল করে কষান মাংস রান্নার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল মশলা কষানো। সেখানে খামতি থেকে গেলে কিন্তু স্বাদে প্রভাব পড়বে। ঠিক করে কষানো না হলে কাঁচা মশলার গন্ধ বেরোবে। স্বাদও ভাল হবে না। মাংস কষানোর সময়ে খেয়াল রাখুন যাতে তলা না ধরে যায়। অল্প কষিয়ে জল দিয়ে দেবেন না। বেশ কিছু ক্ষণ কষানোর পর তবে জল গরম করে দিন।

পকোড়া খাবেন অথচ বেসন থাকবে না

বৃষ্টি পড়তেই মনটা কেমন যেন তেলেভাজার জন্য আনচান করতে থাকে। অন্য সময়ে ভাজাভুজি খাওয়া নিয়ে সহকর্মীদের বিস্তর জ্ঞান দিলেও এই বর্ষাকালে ছুটির সন্ধ্যায় মুড়ির সঙ্গে চপ, বেগুনি, শিঙ্গাড়া কিংবা ফুলুরি না থাকা যেন বাঙালিকে অপমান করারই সমান। তবে তেলে ভাজা সেই সব খাবার খাওয়ার পরই অপরাধ বোধে ভুগতে পারেন স্বাস্থ্য সচেতনরা। অনেকেরই আবার বেসনে অ্যালার্জি থাকে। তাঁরা ডালবাটা বা বেসনের পরিবর্তে ব্যবহার করতেই পারেন মিলেট। পকোড়া তৈরি করতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন মিলেট?

১) জোয়ার পিঁয়াজের পকোড়া

একটি পাত্রে জোয়ার বা সরঘম ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা। এ বার জল থেকে ছেঁকে তুলে নিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন পেঁয়াজ কুচি, সামান্য নুন এবং গোলমরিচ। মুচমুচে হওয়ার জন্য উপর থেকে সামান্য চালের গুঁড়োও ছড়িয়ে নিতে পারেন। এ বার ননস্টিক কড়াই কিংবা চাটুতে অল্প তেল দিয়ে সেঁকে নিলেই হল।

২) সামুলু পকোড়া

জোয়ারের বিকল্প হতে পারে সামুলু বা লিট মিলেট। একই ভাবে জলে ভেজানো সামুলু দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন পকোড়া। সঙ্গে মেশাতে পারেন পছন্দের বিভিন্ন সব্জিও।

৩) ফক্সটেল মিলেট পকোড়া

দক্ষিণ ভারতে এই মিলেট দিয়ে বড়া খাওয়ার চল রয়েছে। তবে এই ''ফক্সটেল মিলেট'' বা কাওন চালের সঙ্গে একটু ডাল মিশিয়ে নিলে তা আরও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সামান্য নুন আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে, ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পকোড়া।

৪) মাধুয়া পকোড়া

বিহারে 'ফিঙ্গার মিলেট'ই মাধুয়া নামে পরিচিত। এই মিলেটের আটা দিয়েই সাধারণ পকোড়া তৈরি করা হয়। সঙ্গে সামান্য নুন, জোয়ান এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন পকোড়া। চাইলে মেশাতে পারেন মেথি শাকের কুচিও।

৫) কম্বু পকোড়া

পার্ল মিলেটকে দক্ষিণ ভারতে বলা হয় কম্বু। অনেকটা সাবুর মতো দেখতে ছোট ছোট দানা হয়। এই কম্বু জোয়ারের মতোই জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এ বার নুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পকোড়ার মতো ভেজে নিলেই তৈরি কম্বু পকোড়া।

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বাতিল করা উচিত

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করুন। আমেরিকা বন্ধ করেছে। কানাডা করেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনেও নির্ষিদ্ধ হওয়ার পথে। কারণ, প্লাস্টিকের বোতলে বিষ-রাসায়নিক বিপিএ তথা বিসফোনল-এ থাকে। যার প্রভাবে ক্যান্সার হতে পারে, হার্টের রোগভোগ হতে পারে। লিভারের ক্ষতি হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ডেনামার্ত হচ্ছে প্রথম দেশ, খাবারই হোক আর পানীয়ের আধার, তা বানাতে কোনওভাবেই বিসফোনল-এ ব্যবহার করা যাবে না বলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্লাস্টিকের বোতলেদুধ, জল, ফলের রস খাওয়া এই শিশুদের একাংশ যখন বড় হয়ে সন্তানবতী হবে, সে সময় গর্ভস্থ সন্তান ত্রুটি যুক্ত হতে পারে। বিপিএ রাসায়নিকের প্রভাবে মানুষ মুটিয়ে যায়, প্রতিরোধী শক্তি টাল খায়, ডায়াবেটিস, হাইপার অ্যাকর্টিভিটি (অতি উত্তেজনা প্রবণ হয়ে পড়া) হয়। যৌন হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। তাই শুধু প্লাস্টিকের বোতল নয়, পিভিসি পাইপ নন-স্টিক প্যানে বিপিএ সহ এমন সব রাসায়নিক ব্যবাহার করা হয়, যেসব রাসায়নিকের প্রভাব জিন এবং হরমোনের রূপান্তর ঘটে। যার জেরে শিশুরা একটু বড় হতেই মুটিয়ে যেতে থাকে। জীবনভর সেই মুটিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। প্লাস্টিকের যেসব জল খাওয়া বোকল এবং টিন বা ক্যান চালু রয়েছে বাজারে, সেসবেও বিসফেনল এ সহ নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকর আছে। জানিয়েছেন মাসচুয়েসটসের টুফটস ইউনিভার্সিটির গবেষকররা। ওঁদের বক্তব্য, এইসব রাসায়নিকের প্রভাবে তাড়াতাড়ি বয়ঃসন্ধি পর্ব শুরু হয়ে যায়। ভবিষ্যতে গর্ভপাত ঘটায়, স্নায়ু দৌর্বল্য হওয়ায়, প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যখন গরম দুধ প্লাস্টিকের বোতলে ঢালা হয়, তখন বোতেলের বিসফেনল-এ বেরিয়ে ঢুকে যায় দুধের মধ্যে। বারবার গরম জলে বোতল ফোটানো, ধোয়ার সময়ও এরকম হয়। বিসফেনলে এ কৃত্রিম স্ত্রী হরমোন তৈরি করে শরীরকে বিপাকে ফেলে। বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলার পর বুটস এবং মাদার কেয়ার কোম্পানি ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে, 'আমরা বিসফেলন-এ ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। বদলে পরিপ্রোপাইলিন ব্যবহার করতে শুরু করেছি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। অতএর সর্বত্রই শিশুদের কাচেরবোতলে দুধ খাওয়ানো শুরু করুন। এ ব্যাপারে একমত ইউনিভার্সিটি অব উলস্টার-এর বিষ বর্জ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ডা.) ভিভিয়ান হোয়ার্ট, স্টারলিং ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রোফেসার (ডা.) অ্যানড্রু ওয়াটারসন, ইত্যালির বেন্তিভোগলিও-র রামজ্জিনি ইন্সটিটিউটের সিজার মলতোনি ক্যান্সার রিসার্ট সেন্টারের অধিকর্তা ডা. ভিত্তরেল্লা বেলেপোপ্পী। ইউনিবার্সিটি অব অকল্যান্ডের গবেষণা জানাচ্ছে, মায়ের শরীরে যায় তাহলে শিশুর বিকাশ অকেটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একশ্রেণির বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পৃথিবীজুড়ে নানা বিকৃতি / ত্রুটি নিয় জন্মানো শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বিপিএ-র কারণেই। কারণ, দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষের শরীরেই বিসফেলন-এ ঢুকে গেছে। প্লাস্টিকের বেরি বোতল এবং অন্যান্য পলিকার্বোনেটেড (প্লাস্টিক) বোতল ছাড়াও বিসফেনল-এ ব্যবহার করা হয় সিডি কেস বানাতে, প্লাস্টিক কর্ক এবং স্পোর্টস ইকুপমেন্টস-এ প্লাস্টিকের শ্যাটারপ্রুফে, দাঁতের ফোকর তথা গর্ত ভারত, চশমার লেন্স, পিভিসি পাইপে, ট্যাপে। জল পরিবহণের জন্য যেসব পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হয়, সেই পাইপে ট্রিবুটাইনিল নামে এক ধরনের রাসায়নিকও থাকে। ইঁদুরের উপর প্রভাব পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছে, ইঁদুর এর প্রভাবে মুটিয়ে যায়। ওদিকে আমেরিকার গবেষকরা জানিয়েছেন, পিংজা বক্স এবং নন-স্টিক প্যানে ব্যবহৃত পারফ্লুরো অক্ট্যানোয়িক অ্যাসিডের প্রভাবে নবজাতকরা ছোট আকৃতি নিয়ে জন্মায়। আর বড় হয়েই খুব মোটা হয়ে যায়। অন্যদিকে লন্ডনে অটিজম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বল হয়েছে, কুকুর, এবং অন্য প্রাণীদের উপর মাছি জাতীয় ডানাহীন কীট তথা পিশুর উৎপাত দমনে যে শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়, সেইসব শ্যাম্পুতে পাইরেথ্রিন থাকে। ১৩ থেকে ২৪ সপ্তাহের গর্ভবতীদের শরীরে কোনওভাবে এই পাইরেথ্রিন ঢুকে গেলে, তাঁদের সন্তানদের অটিজমে ভোগার আশঙ্কা খুব।

উল্টো রথের মেলা

রতন দাস

উল্টো রথের মেলা বসেছে
দীঘির দক্ষিণ পাড়ে,
যবেই গেছি দেখতে সেথা
ঢিল ছুরিল ঘাড়ে।

আম-আনারস-নারকেল-কলা
নানান ফলের বৃষ্টি,
দেব জগন্নাথ চড়েছে রথে
প্রাচীন ঐতিহ্যর কৃষ্টি।

নিম কাঠের তৈরী রথ
ভারী ভারী চাকা,
লোক জমানো জমজমাটে
কোথাও নেই আর ফাঁকা।

শিশু-বৃদ্ধ, বাল-বণিতা
দোকানি আসবাবপত্র,
ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তবু
মাথায় কারো নেই ছত্র।

ভিজছে সবাই উৎসুক মনে
টানছে রথের দড়ি,
কট-কট শব্দেএগিয়ে যাচ্ছে
জগন্নাথের গাড়ি।

একটি কোণে নিস্তব্দতা
সকলে রয়েছে চুপ,
মুখে সবার ফুচকা ঠুসানো
পাশে ঝালমটরের স্তুপ।

কিনছে যাহা ইচ্ছে মতো
আজ কেই তোঃ মেলা,
কোথায় পাবে এমন সুযোগ
ফুরিয়ে গেলে বেলা।

স্টেশনারি, কামার,কুমার
খাবার যায় না গুনা,
কোথায় দীঘির চার ধার
কোথায় দীঘির কোণা।

লোকের ভিড়ে রক্ত শিরে
মজাও তেমনি বেশ,
বাড়ি যাবার মন কারো নেই
মেলা যবে নয় শেষ।

চিড় ধরা পুরনো বন্ধুত্ব মেরামত করার ৫ উপায়

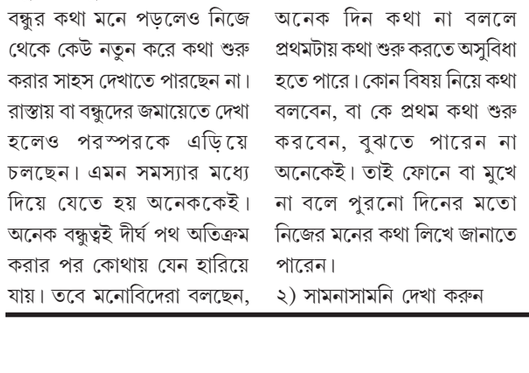

একটা সময়ে এমন গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল যে, কেউ কাউকে এক দিন না দেখে থাকতে পারতেন না। মাধ্যমিক পাশ করার পর, স্কুল আলাদা হয়ে যাওয়ার সময়ে অবসাদে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অজানা কোনও একটি কারণে এখন সেই বন্ধুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সেই বন্ধুর কথা মনে পড়লেও নিজে থেকে কেউ নতুন করে কথা শুরু করার সাহস দেখাতে পারছেন না। রাস্তায় বা বন্ধুদের জমায়েতে দেখা হলেও পরস্পরকে এড়িয়ে চলছেন। এমন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় অনেককেই। অনেক বন্ধুত্বই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তবে মনোবিদেরা বলছেন, এই হারানো বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য কোনও রকম জোর করা যাবে না। ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়। তবে সময়ের জন্য একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কয়েকটি টোটকা মেনে দেখা যেতে পারে।

১) মনের কথা লিখে জানান

অনেক দিন কথা না বললে প্রথমটায় কথা শুরু করতে অসুবিধা হতে পারে। কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, বা কে প্রথম কথা শুরু করবেন, বুঝতে পারেন না অনেকেই। তাই ফোনে বা মুখে না বলে পুরনো দিনের মতো নিজের মনের কথা লিখে জানাতে পারেন।

২) সামনাসামনি দেখা করুন

অনেক সময় ফোনে বা চিঠি দিয়ে কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি অবসান না-ও হতে পারে। তাই সামনাসামনি দেখা করে কথা বললে যে আবেগ বা অনুভূতি দেখাতে পারবেন, দূর থেকে ভিডিয়ো কলে তা সম্ভব নয়।

৩) সময় দিন

যে কোনও ক্ষত সারতে সময় লাগে। তাই কোনও কারণে দীর্ঘ দিন কথা বন্ধ থাকার পর আবার কথা শুরু হলেও যে তা একেবারে আগের মতো হবে, এমনটা নয়। তাই সব কিছু ঠিক করতে গেলে সময় দিতে হবে।

৪) উপহার দিতে পারেন

বন্ধুত্বের মূল্য আপনার কাছে কতখানি, তা মুখে বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বরং উল্টোদিকের মানুষটি যা পছন্দ করেন, তেমন একটি উপহার পাঠাতে পারেন। সঙ্গে ফুল বা চকোলেট থাকলেও মন্দ হয় না।

৫) সীমা অতিক্রম করবেন না

বন্ধু অনেক দিনের চেনা, পরিচিত। কিন্তু মাঝের দিনগুলোতে দু'টি মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে, তা দু'জনেই জানেন না। তাই অতিরিক্ত সহজ, সাবলীল হয়ে কেউই নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না।

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়া সফরের আগে বক্তব্য

নয়াদিল্লী, ২ জুলাই ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ, ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত পাঁচটি দেশের সফরে যাচ্ছেন। এই পাঁচটি দেশ হল- ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়া। সফরের প্রথম অংশে, প্রধানমন্ত্রী ২-৩ জুলাই ঘানার প্রেসিডেন্ট মহামহিম জন দ্রামানি মাহামার আমন্ত্রণে ঘানা সফর করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ঘানা গ্লোবাল সাউথে একটি মূল্যবান অংশীদার দেশ এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন ও পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (ইকোওয়াস) এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি ঘানার সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এবং নতুন সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করতে আশা রাখি, বিশেষত বিনিয়োগ, শক্তি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন অংশীদারিতার ক্ষেত্রে। ঘানার সংসদে ভাষণ দেওয়া আমার জন্য এক বড় সম্মান হবে।'

৩-৪ জুলাই, প্রধানমন্ত্রী ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফর করবেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি মহামহিম শ্রীমতী ক্রিস্টিন কার্লা কঙ্গালু এবং প্রধানমন্ত্রী মহামহিম শ্রীমতী কমলা প্রসাদ-বিসেসরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ভারতীয়দের আগমন ১৮০ বছর আগে ঘটে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সফরকে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

এরপর, প্রধানমন্ত্রী পোর্ট অব স্পেন থেকে বুয়েনস আয়ার্সে যাবেন। এটি ৫৭ বছর পর প্রথমবারের মতো কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আর্জেন্টিনার দ্বিপাক্ষিক সফর করবেন। আর্জেন্টিনা লাতিন আমেরিকার একটি প্রধান অর্থনৈতিক অংশীদার এবং ও-২০ গোষ্ঠীর একটি ঘনিষ্ঠ সহযোগী। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মহামহিম জেভিয়ার মাইলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং কৃষি, খনিজ, শক্তি, ব্যবসা, পর্যটন, প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার উদ্যোগ নেবেন।

৬-৭ জুলাই, প্রধানমন্ত্রী রিও ডি জেনেইরোতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত ব্রিকসের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে উত্থানশীল অর্থনীতির মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা একসাথে শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত, সমতামূলক এবং বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করব।' সম্মেলনের পর, প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া সফর করবেন, যা প্রায় ছয় দশক পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর হবে।

সফরের শেষ গন্তব্য নামিবিয়া। প্রধানমন্ত্রীর মতে, নামিবিয়া ভারতীয়দের একটি বিশ্বস্ত অংশীদার এবং উভয় দেশের মধ্যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মহামহিম ড. নেটুম্বো নান্দি-নদৈতওয়ার সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং নতুন সহযোগিতার পথ খোলার আশা প্রকাশ করেছেন। নামিবিয়ার সংসদে ভাষণ দেওয়া তার জন্য একটি বড় সম্মান, যেখানে স্বাধীনতা এবং উন্নয়ন উদ্দেশ্যে উভয় দেশের একাত্মতা উদযাপিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দৃঢ়বিশ্বাসী যে, এই পাঁচটি দেশের সফর গ্লোবাল সাউথে ভারতের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতাকে আরও মজবুত করবে এবং ভারত-ব্রাজিল-রাশিয়া-চীন-দক্ষিণ আফ্রিকা (ব্রিকস), আফ্রিকান ইউনিয়ন, ইকোওয়াস এবং ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি এর মতো বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে ভারতের সম্পর্ক আরও গভীর করবে।

বিজেএমএস সিকিম কংগ্রেস সাংসদ অজয় কুমারের 'পাকিস্তান' মন্তব্যের তীব্র নিন্দা, রাজ্যের অবমাননা আখ্যায়িত

গাংটক, ২ জুলাই, : ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেএমএস), সিকিম শাখা, কংগ্রেস সাংসদ ড. অজয় কুমারের সিকিমকে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করা মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে। কুমারের ওই মন্তব্যটি রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং এটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে শেয়ার হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় আরও বেড়ে গেছে।

ড. কুমারের মন্তব্যে সিকিমকে 'পাকিস্তানের মতো একটি ভূরাজনৈতিক হটস্পট' এবং 'ভারতের জন্য হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা বিজেএমএস সিকিমের পক্ষ থেকে 'অবজ্ঞাপনামূলক, অত্যন্ত অসংবেদনশীল এবং বাস্তবতা বিরোধী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিজেএমএস সিকিম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এ ধরনের অবমাননাকর তুলনা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিকভাবে ভুল নয়, বরং সিকিমের জাতীয়তাবাদী জনগণের জন্য একটি অপমান, যারা ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি তাদের অটুট আনুগত্য বারবার প্রমাণ করেছে।'

যুব মোর্চার পক্ষ থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, 'কংগ্রেসের এই ধারাবাহিক প্রবণতা, যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের অনুভূতিকে অবমূল্যায়ন করা হয়, তা রাজ্যটির প্রতি একধরনের রাজনৈতিক অবহেলার পরিচায়ক।'

বিজেএমএস আরও সিকিমকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত ভাইয়ের মধ্যে 'অলিখিত ভাই' হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং সিকিমকে 'অভেদ্য এবং গর্বিত ভারতীয় অংশ' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

'এখন সময় এসেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্য ভারতের বৈচিত্র্যের ঐক্যকে বাস্তবে মেনে নেওয়ার। এই ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র সিকিমকেই অপমানিত করে না, বরং পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্মিলিত গৌরবকেও অবমাননা করে,' বিজেএমএস দৃঢ়ভাবে দাবি করেছে। তারা দেশের সকল নাগরিককে আহ্বান জানিয়েছে, যাতে এই ধরনের 'ভ্রান্ত তথ্য' যে জাতীয় ঐক্যকে হুমকি দেয় তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শুভেচ্ছা রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন চতুর্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিত রাজ চন্তাই, অন্যান্য পূজারীগণ এবং খার্চি উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিকে, ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, খার্চি উৎসব রাজ্যের একটি অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব। বাংলা আষাঢ় মাসে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এই উৎসব পুরাতন আগরতলার (পুরান হাবেলী) চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্য ও বর্হিরাজ্যের বহু পূণ্যার্থী চতুর্দশ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হন ও উৎসব উপভোগ করেন। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন, এই উৎসব রাজ্যবাসীর মনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও আনন্দ বয়ে আনবে।

অপরদিকে, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চিরাচরিত এই উৎসব জাতি জনজাতি অংশের মানুষের মেলবন্ধনের অন্যতম প্রধান উৎসব। শান্তি এবং সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করার বার্তা বহন করে খার্চি উৎসব। এই উৎসব রাজ্যবাসীর জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসুক। চতুর্দশ দেবতার কাছে এটাই আমাদের প্রার্থনা"।

মণিপুরে শীর্ষ নেতা সহ

● প্রথম পাতার পর

এলাকাগুলিতে। ১ জুলাই, জিরিবাম জেলার জাইরোলপোকপি থেকে উচাথোল পর্যন্ত তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ২টি পরিবর্তিত .৩০৩ রাইফেল, ৬টি এসবিবিএল, ৪টি ডিবিবিএল, ২টি ১২-বোর শটগান, ১টি পোম্পি গান, ১টি টিয়ার গ্যাস গান, ১৮০টি .৩০৩ লাইভ রাউন্ড, ২৭টি ৫.৫৬ মিমি রাউন্ড, ৮টি এসএলআর রাউন্ড, ১১টি টিউব লঞ্চার, ৫টি ওয়াকিটকি সেট ও চার্জার এবং ৮টি টিয়ার গ্যাস শেল। একই দিনে কাংপোকপি জেলার নেপালি খুটি, কটলেন এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩টি বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল, ৪টি সিঙ্গেল ব্যারেল রাইফেল, ২টি পুল-মেকানিজম রাইফেল, ৬টি ইম্প্রোভাইজড মর্টার, ৩টি হোয়াইট ফসফরাস গ্রেনেড, ৩টি নং ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড, ২টি ইউবিজিএল শেল, ৪৫টি রাবার বুলেট, বিভিন্ন মাপের লাইভ রাউন্ড, ৪টি টিউব লঞ্চার, ১টি টিয়ার স্মোক গ্রেনেড এবং ২টি টিয়ার গ্যাস শেল।

জঙ্গি দমন অভিযানের পাশাপাশি মণিপুর পুলিশ যানবাহন আইন প্রয়োগেও সক্রিয় রয়েছে। ১ জুলাই মোট ৫৮টি যানবাহনের বিরুদ্ধে চালান ইস্যু করে ৯৪,৫০০ জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ৩০ জুন একটী চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ২৮টি গাড়ি থেকে অবৈধ টিন্টেড ফিল্ম সরানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সীমান্ত জেলাগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করতে এই অভিযান চলমান থাকবে।

ভারতে ব্যবহৃত

● প্রথম পাতার পর

অজানা মৃত্যুর পেছনে জিনগত মিউটেশনের সম্ভাবনা দেখা গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, কোভিড টিকা মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায় না, বরং পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য সমস্যা, জিনগত প্রবণতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপনই এই মৃত্যুর পেছনে মূল ভূমিকা রাখে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক এমন বিভ্রান্তিমূলক রিপোর্টেরও সমালোচনা করেছে, যেগুলিতে টিকাকরণকে হঠাৎ মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রক একে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর" বলে অভিহিত করে জানিয়েছে, এমন ভিত্তিহীন দাবি জনস্বাস্থ্য ও টিকাকরণে আস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নিয়োগের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু দেখা গেছে টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে টিআর বিটি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে আজ সকালে অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবি জানিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

তাঁদের আরও অভিযোগ,এসটিজিটির পরীক্ষার্থীর মধ্য কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাই তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী নিকট আবেদন, ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

দিনদুপুরে ব্যবসায়ীর উপর

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছে, বুধবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ রাজা চৌহমুনি এলাকায় অমিত দেববর্মা নামে এক ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ীর উপর প্রাণঘাতি হামলা করলো বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনি এলাকার ঠান্ডা রাম দেববর্মা নামে এক যুবক। কোনরকমভাবে প্রাণে বেঁচে গেলো ব্যবসায়ী অমিত দেববর্মা। দা দিয়ে হামলা করে অমিত দেববর্মার উপর। তার দোকানের যাবতীয় জিনিস পত্র লন্ডভন্ড করে দেয় ঠান্ডা রাম দেববর্মা। আক্রান্ত ব্যবসায়ী অমিত দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি এই মুহূর্তে বিশ্রামগঞ্জ থানার দারস্ত হয়ে ঠান্ডা রাম দেববর্মার উপর অন্তর্কিত হামলার আইনি বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

মূলত ঠাণ্ডা রাম দেববর্মা এবং অমিত দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনি এলাকায়। মূলত কোন এক ব্যবসার জনিত বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা সূত্রপাত বলে জানা যায়।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি: ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির মাঝেই চুক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিত, জোরদার চলছে আলোচনা

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানিয়েছেন যে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তির পথে এগোচ্ছে, যার ফলে দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কের উপর প্রচলিত শুল্ক কাঠামোতে বড় রকমের পরিবর্তন আসতে পারে। ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হচ্ছে আমরা ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি। এটা হবে একেবারেই অন্যরকম এক চুক্তি যেখানে আমরা প্রতিযোগিতার সুযোগ পাব। এখনই ভারতে প্রবেশের কোনো উপায় নেই, কিন্তু আমি মনে করি, ভারত তার বাজার খুলবে। যদি তারা তা করে, তাহলে এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা অনেক কম শুল্কের সুবিধা পাব।"

এই মন্তব্যটি এসেছে এমন এক সময়, যখন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে একপ্রকার স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। যদিও দুই দেশের প্রতিনিধিদল কয়েক মাস ধরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, তবুও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্য চুক্তিকে বিলম্বিত করছে। বিশেষ করে, ভারতের দুগ্ধ শিল্প ও কৃষি খাত খোলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দাবিকে কেন্দ্র করেই মূল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

গত মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'লিবারেশন ডে' নামে পরিচিত এক ঘোষণার মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যের উপর ২৬ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিলেন ৯০ দিনের জন্য। এই সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী ৯ জুলাই। যদি এর মধ্যে চুক্তি না হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হয়ে যাবে, যার ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল, যেটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখ্য বাণিজ্য আলোচক রাজেশ আগরওয়াল, বর্তমানে ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন। সূত্র অনুযায়ী, তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় শেষ মুহূর্তের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই কারণে তারা তাদের সফরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতের পক্ষ থেকে আশাবাদী থাকা হয়েছে যে, চুক্তিটি সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দাবি হল, ভারত যেন তার দুগ্ধ খাত আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য উন্মুক্ত করে। বর্তমানে ভারত এই খাতকে অত্যন্ত সংরক্ষিত রেখেছে, স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি দুগ্ধ উৎপাদকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে, এই খাত খুলে দিলে তারা ভারতের বিশাল বাজারে প্রবেশ করতে পারবে, যা তাদের দুগ্ধ শিল্পের জন্য লাভজনক হবে।

এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্র চায় কৃষিজ পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হোক এর মধ্যে রয়েছে আপেল, আখরোট, বাদাম জাতীয় ফল, ও জেনেটিকালি মডিফায়েড ফসল। মার্কিন পক্ষ বলছে, এসব ক্ষেত্রে ভারত অত্যধিক শুল্ক আরোপ করে রাখায় মার্কিন পণ্যের প্রতিযোগিতা ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যদিকে, ভারত চায় যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় তৈরি পোশাক, রত্ন ও গয়না, চামড়াজাত সামগ্রী, ও কৃষিপণ্য যেমন চিংড়ি, তেলবীজ, আঙুর ও কলার ক্ষেত্রে বাজারে প্রবেশাধিকারে ছাড় দিক। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ সহজ করতে শুল্ক ছাড় ও কোটার মতো সুবিধা চায়, যাতে ভারতের ঞ্ছঞ্চক্ক খাত ও কৃষকরা লাভবান হতে পারেন।

বিশ্লেষকদের মতে, এই চুক্তির উপর শুধু দুই দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ নয়, বরং কৌশলগত সম্পর্কও অনেকাংশে নির্ভর করছে। চীনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা সহযোগিতার পাশাপাশি বাণিজ্যিক পারস্পরিকতা বাড়ানো এই মুহূর্তে উভয় দেশের স্বার্থেই জরুরি।

তবে, কৃষি ও দুগ্ধ খাতের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে দ্রুত সমঝোতা হওয়া কঠিন বিশেষ করে ভারতের পক্ষ থেকে যেখানে বহু কোটি কৃষকের জীবিকা জড়িত। একইভাবে, ট্রাম্প প্রশাসনের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির ছাপ রয়েছে তাদের কৌশলে।

আগামী ৯ জুলাইয়ের মধ্যে যদি এই চুক্তি সম্পন্ন না হয়, তবে ভারতীয় পণ্যের উপর ২৬ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হবে, যা ভারতের রপ্তানি শিল্পের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াবে।

মন্দির ও স্কুলে চুরি!

● প্রথম পাতার পর

করে নিয়ে যায়। এই কালী মন্দিরটি ছিল এলাকার সনাতনীদের দীর্ঘ বছর পুরনো ঐতিহ্যবাহী মন্দির। সেখানে মানুষ তার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছুই মাকে প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করেন। এ কালীমন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের জনগণ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি পিএম শ্রী বাইদ্যাদীঘি এইচএস স্কুলে মিড ডে মিলের ঘরে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। আজ সকালপ প্রাত: বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে এসে হঠাৎ দেখতে পাই মিড ডে মিলে মিলে ঘরে তালা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বুঝতে বাকি নেই স্কুলে চুরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকার বিজেপি মন্ডল সভাপতি সহ প্রধান। মিটে মিলে করে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়েছে চোরের দল। জানা যায় বেশ কিছুদিন পূর্বেও উক্ত স্কুলে চোরের দল হানা দিয়ে ৪০টি ছোট আকারে ল্যাপটপ যাকে ট্যাবলেট বলা হয় তা চুরি করে নিয়ে যায়। তবে মন্ডল সভাপতি অভিযোগ, ব্রাউন সুগার সহ একাধিক নেশায় আসক্ত যুবকরা তাদের নেশার টাকা যোগাড় করতেই এলাকায় এই সমস্ত চুরির ঘটনা সংঘটিত করছে। নেশায় বর্তমান যুবসমাজ ধ্বংসের পথে। সংবাদ মাধ্যমে বুধবার সকাল আনুমানিক ১০ টা নাগাদ বিস্তারিত জানান মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

● প্রথম পাতার পর

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ না নিয়ে মৌন দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ফলে, দুষ্কৃতীদের সাহস আরও বেড়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বারবার ক্ষুণ হচ্ছে, বলে অভিযোগ তুলেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে।সাম্প্রতিক ১৭ জুন বিশালগড়ে পূর্ব নিধারিত সিপিআইএমের একটি কর্মসূচি ছিল। প্রায় একশো জনের উপস্থিতিতে সভা চলাকালীন হঠাৎ করে ৫০-৬০ জনের একদল বিজেপি যুব মোর্চার সমর্থক হাতে দেশি অস্ত্র নিয়ে সেখানে হামলা চালায়। ইট, পাথর ছুড়ে মারার পাশাপাশি প্রায় ২০টি মোটরবাইক গুঁড়িয়ে দেয় এবং পার্টি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও, বিশালগড় এবং ওসি, বিশালগড় থানার নেতৃত্বে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। তবুও হামলাকারীদের থামার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, পুলিশের যে স্বাধীন ক্ষমতা আইনত নির্ধারিত, তা পুনরায় ঘোষণা করার প্রয়োজন কী রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনায় শুধু বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকারই ক্ষুণ হচ্ছে না, রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে।

তেমনি, ২১ জুন উদয়পুর বাজারে কংগ্রেসের সভা চলাকালীন হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। ওই সভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ-সহ উপস্থিত কর্মীদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করা হয়। যদিও নিরাপত্তাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, তারা কোনো ধরনের প্রতিরোধ করেননি। তাছাড়া, ২২ জুন জিরানিয়ায় সিপিআইএমের কর্মসূচিতে যোগদান করার অপরাধে রাতের বেলায় একাধিক পরিবারতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। কিন্তু পুলিশ এই ঘটনায় কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। তেমনি, ২৪ জুন টাকারজলা কমিউনিটি হলে সিপিআই(এম)-এর একটি দলীয় সভায় মুখোশ পরা প্রায় ১৫-২০ জন তিপরা মথার সমর্থক চড়াও হয়। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের পর শুরু হয় ইট ছোঁড়া। সভা অকাল সমাপ্ত করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। তাতে সাতজন, যার মধ্যে একজন মহিলা, গুরুতরভাবে আহত হন। পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর "পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড" দেওয়ার ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে হামলা বেড়ে চলেছে, তাতে বিরোধীদের অভিযোগএটি একপ্রকার মৌন সম্মতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই রাজ্যে আইনপর শাসন ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে

● প্রথম পাতার পর

৮৪ লক্ষ টাকা-ব্যয় হয়েছে। এছাড়া যাত্রী নিরাপত্তার জন্য যানবাহনের অবস্থান ট্র্যাকিং এবং নজরদারি ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পরিবহণ দপ্তর শুধু যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান নথিপত্র রিনিউ করার মধ্যে নিজেদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখছে না। পরিবহন মন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই দপ্তর সড়ক সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্ভাবনী কাজকর্ম করছে। এরআগেও পরিবহণ দপ্তর ইন্টারসেপ্টর ভেহিকেল দিয়েছে। আজ ১৬টি বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে। এরমধ্যে ৮টি ফায়ার সার্ভিস দপ্তর ও ৮টি বিভিন্ন থানার নজরদারিতে পুলিশের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। বিশেষ করে এসব অ্যাম্বুলেন্স জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় মোতায়েন থাকবে। দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর দিশায় দুর্ঘটনা রোধে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোন দুর্ঘটনার পরবর্তী সময়ে দমকল বাহিনীর কর্মীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহত রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব তাদের উপর থাকে। এক্ষেত্রে বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত হওয়ায় এই কাজে আরো গতি আসবে এবং এই অ্যাম্বুলেন্সে আহত ব্যক্তিরা প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ পাবে। তাই পরিবহণ দপ্তরের এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। দুর্ঘটনায় কারোর জীবনহানি হচ্ছে, আবার কেউ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। দুর্ঘটনায় প্রাণহানি শুধু সেই ব্যক্তির পরিবারের জন্য নয়, এটা দেশ ও রাজ্যের জন্যও বিরাট ক্ষতি। কারণ মানব সম্পদ আমাদের কাছে অমূল্য। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় দুর্ঘটনায় জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ও ক্ষতির সংখ্যা অনেক কম। এটা আরো কম করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে অসতর্কতার দরুণ দুর্ঘটনা না হয়। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে একযোগে কাজ করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা দ্বিচক্র যান চালক ও আরোহীদের হেলমেট পরিধানের উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শুধু পুলিশ থেকে রক্ষা পেতে নয়, বরং নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য হেলমেট পরিধান করতে হবে। হেলমেট থাকলেই হেড ইনজুরি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ডাঃ সাহা বলেন, এখন থেকে বাণিজ্যিক গাড়িতে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যন্ত্র বসানো বাধ্যতামুলক হয়েছে। এক্ষেত্রে যাত্রী নিয়ে চলাচলের সময় অতিরিক্ত গতি তুললেই আইনের আওতায় আসতে হবে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা ভেহিকেল স্ক্র্যাপিং পলিসি ২০২৪ করেছে। এতে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়া সরকারি যানবাহনগুলি আর চালানো যাবে না। রাহবীর প্রকল্পে কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় তখন তাকে ২৫,০০০ টাকা ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। হিট এন্ড রান স্কিমে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া কোন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে অনুমোদিত হাসপাতালে চিকিৎসা হলে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ওভার স্পিডে গাড়ি বা বাইক চালানো সম্পর্কে যথাযথ নজরদারি রাখতে হবে। যান চালকদের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। ইলেক্ট্রনিক সিগন্যালগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যানবাহন চালানো যাবে না। যানবাহনের ফিটনেসের বিষয়টি অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে। নির্ভয়া ফান্ড স্কিমে সমস্ত ধরণের গণ পরিবহনে ভিএলটি (ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং) বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। যা আজ রাজ্যে চালু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পরিবহণ দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, পরিবহণ দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার সুব্রত চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

বুধবার আগরতলা বানিবিদ্যাপিঠ স্কুলে এক দিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

মণিপুরে বেআইনি বসতি রোধে আধার-আইএলপি সমন্বয়ের আহ্বান ন. বীরেন সিংহের

ইম্ফল , ২ জুলাই : মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহ রাজ্য সরকার কর্তৃক আধার জারির প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি এই উদ্যোগকে রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সিংহ বলেন, আধার ইস্যুর প্রতিটি ধাপই মণিপুরের জন্য প্রযোজ্য "ইনার লাইন পারমিট" (আইএলপি) ব্যবস্থার সঙ্গে কঠোরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যাতে বেআইনি বসতি স্থাপন রোধ করা যায়।

তিনি বলেন, "মণিপুর একটি আইএলপি নিয়ন্ত্রিত রাজ্য। আধার প্রদান ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলিকে অবশ্যই আইএলপি বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে, যাতে আমাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং কোনো অপব্যবহার না ঘটে।"

সিংহ পূর্বের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বলেন, কিছু ব্যক্তি ভুয়া নথি জমা দিয়ে আধার এবং অন্যান্য সরকারি পরিচয়পত্র পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি প্রয়াত নেহগিনপাও কিপজেন-এর উদাহরণ তুলে ধরেন, যিনি ১৯৭৫ সালে মিয়ানমারের তেইজাং-এ জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা গেছে, পরে মণিপুরে বসতি স্থাপন করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা লাভ করেন এবং একাধিক দেশে পড়াশোনা করলেও তাঁর বিদেশি উৎস কখনো প্রশ্নের মুখে পড়েনি।

তিনি সম্প্রতি হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এবং তাঁর পরিবারের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি আদালতের তদন্তের কথাও উল্লেখ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের নাম ২০০৫ সালে প্রথমবার চুরাচাঁদপুরের ভোটার তালিকায় উঠে আসে, যদিও তার আগে কোনো রেকর্ড ছিল না। সিংহ বলেন, "যখন যথাযথ যাচাই হয় না, তখন এমন নামগুলো চুপিসারে ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে।"

মণিপুরের মিয়ানমার সীমান্ত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয় নয়এটি সরাসরি জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।" তিনি আধার প্রদানকারী সংস্থা, আইএলপি প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের আহ্বান জানান, যাতে বেআইনি বসতি স্থাপন বন্ধ করা যায় এবং আদিবাসী অধিকার রক্ষা পায়।

তিনি আরও বলেন, "জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিচয় যাচাই ব্যবস্থা জোরদার করা এখন সময়ের দাবি।"

আফ্রিকা থেকে আসা সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত অরুণাচলের লংডিং; ঘোষণা করা হলো কন্টেইনমেন্ট জোন

লংডিং, ২ জুলাই : অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলার লুয়াকসিম গ্রামে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার এর একটি নিশ্চিত কেস ধরা পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জেলা পশুচিকিৎসা কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে কন্টেইনমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বুধবার আসামের রানি-তে অবস্থিত ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অন পিগ-এ একটি রক্তের নমুনার পরীক্ষার পর এই রোগ নিশ্চিত করা হয়। কানুবরি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট কর্তৃক নমুনাটি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল, এবং ভেটেরিনারি অফিসার ড. গান্নো তাইয়েং রোগ নির্ণয়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

রোগ শনাক্তকরণের প্রতিক্রিয়ায়, লংডিং জেলার ভেটেরিনারি বিভাগ জনসাধারণের জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে। এটি একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ যা গৃহপালিত ও বুনো শূকরকে আক্রান্ত করে এবং এর কোনো পরিচিত নিরাময় বা ভ্যাকসিন নেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৯ জুলাই, ২০২৫ সমস্ত সরকারি অফিস খোলা থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: বিভিন্ন দাবিতে ৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে দেশব্যাপী যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগ থেকে এক নির্দেশনামায় জানানো হয়েছে যে, ধর্মঘটের দিন রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা সমস্ত অফিস, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে।

ঐদিন সমস্ত সরকারি কর্মচারি ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারিরা যথারীতি তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। সরকারি কর্মচারি এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারিদের দ্বারা এই নির্দেশাবলীর লঙ্ঘন হলে তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। এছাড়াও ঐদিন বিভিন্ন অফিসে কর্মচারিদের উপস্থিতির বিষয়ে একটি রিপোর্ট ৯ জুলাই, ২০২৫ দুপুর ১২ টার মধ্যে সাধারণ প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এফসিআই- র রাজ্যস্তরের পরামর্শক (উপদেষ্টা) কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)-এর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যস্তরের পরামর্শক (উপদেষ্টা) কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। এফসিআই এর রাজ্যস্তরীয় কমিটির চেয়ারম্যান

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর আজ প্রথম তিনি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

আজ আগরতলার নন্দননগরস্থিত বিভাগীয় কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এফসিআই এর রিজিওনাল হেড সন্দীপ দেওরা, সেক্রেটারি দেবপ্রিয় বর্ধন সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জানান, এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রাজ্যে ধান ক্রয়ের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, খাদ্যশস্য উত্তোলনের বর্তমান পরিস্থিতি, গুদামগুলোর পরিকাঠামো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিভাগীয় স্থানীয় অফিস নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ, এবং এফসিআই-এর বিভিন্ন পোর্টাল ও তথ্যব্যবস্থার হালনাগাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। তিনি আরো বলেন, আপৎকালীন সময়ে রাজ্যে খাদ্য সংরক্ষণ রাখার জন্য তিনটি জেলাতে আরো গোডাউন নির্মাণের চিন্তাধারা করা হচ্ছে। কেননা ত্রিপুরা একটি পার্বত্য রাজ্য, যেকোনো সময় ভূমিধস অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে যে কোন ধরনের আপৎকালীন সময়ে যেন খাদ্যের সরবরাহ কোনভাবেই বন্ধ না হয় এবং পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য রাজ্যে মজুদ থাকে সেই বিষয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের কয়েকটি জেলাতে সেদ্ধ চালের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। একটি সার্ভের মাধ্যমে যেসব জেলায় এই চালের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে এই চাল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

শান্তিরবাজার থেকে বিলোনিয়া যাতায়তের রাস্তা মরন ফাঁদে রূপান্তরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ জুলাই: শান্তিরবাজার থেকে বিলোনিয়া যাতায়তের রাস্তাটি বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে মরনফাঁদে রূপান্তরিত হয়ে রয়েছে। বিগত সরকারের আমলে রাস্তাটি সংস্কার করা হলেও কাজের মান এতটাই খারাপ ছিল যে পুনরায় রাস্তাটি ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। এ রাস্তার ফলে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন নিত্যদিনের যাত্রী থেকে শুরু করে পথ চলতি সাধারণ মানুষ। অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে কাজকর্মে যাওয়া সাধারণ জনগণ প্রতিদিনের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এই রাস্তার কারণে। দিন দিন দুর্ঘটনার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে এই রাস্তায়।

বিশেষ করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল হবার ফলে বিলোনিয়া থেকে প্রতিনিয়ত রেফার করা রোগী এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসতে হয়। রাস্তায় গর্ত থাকার ফলে রোগির পাশাপাশি অন্যান্যদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। তাই এলাকাবাসী থেকে সকল অংশের লোকজন চাইছে কাজের গুনগত মান বজায় রেখে দ্রুততার সহিত এই রাস্তার মেরামত করা হোক।

পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে বচসা, বিবাদের জেরে অপরজনকে গরম জল ছুঁড়ে মারলেন চা দোকানের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ জুলাই: পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে বচসা দুই ব্যক্তির মধ্যে। বিবাদের জেরে অপরজনকে গরম জল ছুঁড়ে মারলেন চা দোকানের মালিক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং আইওসি পেট্রোল পাম্পের উল্টো দিকে বুধবার বিকেল নাগাদ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় করইলং এলাকার গাড়ির বেটারি মিস্ত্রি দোকান মালিক বাপন দাসের তার পাশের চায়ের দোকানে কিছু টাকা দেনা ছিল। বুধবার চায়ের দোকান মালিক জীবন দাস বেটারি মিস্ত্রি বাপন দাস এর কাছে পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলেন। তখন বাপন কাজের জন্য আঠারোমুড়া যাচ্ছিল। আঠারোমুড়া কাজটা শেষ করে ফিরে চায়ের দোকানের পাওনা টাকা দিয়ে দেবে বলে সে জানায়।

উত্তরে চায়ের দোকান মালিক জীবন দাস প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পরে এবং বাপনকে গালাগাল করতে থাকে বলে অভিযোগ। শেষে বাপন তার নিজস্ব স্কুটিতে উঠতেই পেছন থেকে ক্ষিপ্ত জীবন দাস বাপনের গায়ে গরম জল ছুঁড়ে মারে। এতে বাপন ঘটনাস্থলেই আহত হয়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয়রা বাপনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহুতেই উত্তপ্ত হয়ে পড়ে গোটা এলাকা।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে শিশুদের জন্য চাইল্ড কেয়ার কর্নার চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২ রা জুলাই:- বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা ছোট্ট শিশুদের জন্য তৈরি করলেন শিশুদের যত্ন নেবার স্থান অর্থাৎ চাইল্ড কেয়ার কর্নার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চাইল্ড কেয়ার কর্নারের পাশাপাশি তৈরি করলেন ফিট লাইফ জিম সেন্টার। আজ এই দুটি সেন্টারে উদ্বোধন করলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। এছাড়াও ছিলেন মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস, বিলোনিয়া পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী। চাইল্ড কেয়ার কর্নারে শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যার মধ্যে খেলাধুলার সামগ্রী সহ রয়েছে কার্টুন দেখার ব্যবস্থা। এছাড়াও এই ঘরটিতে মায়েরা যাতে নিশ্চিন্তে শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি একটা সময়ে নিজেদের স্বার্থকে ফিট রাখতে পারেন তার জন্য অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে জিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন চেয়ারম্যান মহকুমা শাসকসহ প্রত্যেকেই।

বাণী বিদ্যাপীঠ গার্লস এইচ.এস. স্কুলের ৭ দিনব্যাপী বিশেষ এনএসএস শিবিরের সমাপ্তি

আগরতলা, ২ জুলাই : বাণী বিদ্যাপীঠ গার্লস এইচ.এস. স্কুলে আয়োজিত সাত দিনব্যাপী বিশেষ এনএসএস শিবিরের বুধবার বর্ণাঢ্য সমাপ্তি ঘটেছে। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, স্কুলের এনএসএস শিক্ষক শ্যামল দে সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকরা সমাজের কল্যাণে গভীরভাবে নিবেদিত হয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। এই প্রকল্পটি নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে তরুণ মনকে গড়ে তুলতে, শৃঙ্খলা, সহানুভূতি এবং জাতি গঠনের মূল্যবোধ শেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস, শৃঙ্খলা এবং উৎসর্গ দেখে অভিভূত হন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আগরতলার বাণী বিদ্যাপীঠ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ৭ দিনের এনএসএস বিশেষ শিবিরের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি।

সাংসদ আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকল শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা ও শিক্ষার পথে তাদের অব্যাহত যাত্রার জন্য শুভকামনা জানান। এই শিবির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সেবামূলক মনোভাব বিকাশে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও মেলা, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: আগামীকাল পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা বাড়িতে ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। এদিন সকাল ১১টায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সাত দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী এই মেলার উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধায়ক তথা খার্চি উৎসবের কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান রতন চক্রবর্তী।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. বিশাল কুমার, জিরানীয়ার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ ভৌমিক।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ জুলাই:সাবরুম মহকুমার অন্তর্গত সাতচাঁদ ব্লক সংলগ্ন ১নং নিউ মনুকলোনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিগত দুই বছর ধরে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও জালিয়াতি অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণ জানা জায়, ১ নং নিউ মনু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পূজন চৌধুরী গত দু''বছর ধরে স্কুলে ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিষয়ে সরকার থেকে প্রদান করা অর্থরাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে না দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে ওনি ব্যক্তিগতভাবে এই অর্থরাশি নিজে ভোগ করে নেন।জানা যায় এক বছরে ছাত্রীদের মাথাপিছু তিন হাজার টাকা করে সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে এমন করে দু বছরে ১৫ জন ছাত্রী থেকে সর্বমোট ৯০ হাজার টাকা উনি আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

ছাত্রীরা যখন ওনাকে সরকারের দেওয়া এই অর্থরাশির কথা জিজ্ঞাসা করে উনি ছাত্রীদেরকে বলে দিয়েছেন সরকার থেকে এমন কোন অনুদান দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময় ছাত্রীরা জানতে পারে তাদের নামে সরকার থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থরাশি দেওয়া হয়।

পরবর্তী সময়ে ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা ও অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ মিলে স্কুলে গিয়ে ওই শিক্ষককে জেরা করে তখন ওনি চাপে পড়ে শিকার করেন যে উনি ছাত্রীদের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। শিক্ষকের উচিত শিক্ষার দাবিতে সরব হয়েছেন ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক মহল। অবিলম্বে ও শিক্ষককে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছেন তারা।

রোগীর শরীরে মেয়াদোত্তীর্ণ ইনজেকশন পুশ করে দিল মেডিকেল হলের কর্মী, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: মেয়াদ উত্তীর্ণ এক ইনজেকশন পুশ করে দেওয়া হল এক রোগিণীর শরীরে। লাল বাহাদুর চৌমুহনী ঋত্বিকা মেডিকেল হলের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

রাজধানীর মঠ চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা সৌরভ দেব ওনার স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার অভিজিৎ শীলের নিকট। ডাক্তার অভিজিৎ শীল রোগিনীকে দেখে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। সেই অনুযায়ী স্ত্রীকে নিয়ে ঋত্বিকা মেডিকেল হলে যান সৌরভ দেব। সেখানে প্রেসক্রিপশনে লেখা একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই মেডিকেল হলেরই এক কর্মী ইনজেকশনটি পুশ করে দেন রোগিণীর শরীরে। কিন্তু তারপরেই স্বামী সৌরভ দেব দেখতে পান ইঞ্জেকশনটি মেয়াদ উত্তীর্ণ। গত মার্চ মাসেই এই ইনজেকশনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায়ের চিকিৎসকের কাছে যান। এদিকে থানায় মামলাও দায়ের করেছেন স্বামী সৌরভ দেব। ঋত্বিকা মেডিকেল হলের মালিক ঘটনাটি স্বীকার করেন। উনার বক্তব্য, এক মাস আগেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধগুলি ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ইনজেকশনটি কিভাবে রয়ে গেছে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। এদিকে মেডিকেল হলের যে কর্মী ইনজেকশনটি দিয়েছেন তারও বক্তব্য, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দোকানে রাখা হয় না। সেই কারণেই ইনজেকশন দেওয়ার আগে এসে তার মেয়াদ রয়েছে কিনা সেটি যাচাই করেনি। গোটা ঘটনায় ঋত্বিকা মেডিকেল হলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে চক্ষু চরক গাছ স্থানীয়দের। মেয়াদ না দেখে কিভাবে একজন রোগীর শরীরে ইনজেকশন পুশ করে দেয় মেডিকেল হলের কর্মীরা, এমনই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ জনগণ। এদিকে প্রশাসন এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেটাই দেখার বিষয়। এদিকে রোগীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল হলেও এই মেয়াদ উত্তীর্ণ ইনজেকশনের ফলে কোন সমস্যা দেখা দেয় কিনা, সেই চিন্তাতেই রয়েছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা।

শিশুদের মধ্যে ভাল অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: শিশুদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। মা-বাবাদের তাদের সন্তানদের জন্য সময় দিতে হবে এবং শিশুদের মধ্যে ভাল অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আজ সন্ধ্যায় জগন্নাথ জিও মন্দিরে ৫ দিনব্যাপী ধর্ম সম্মেলনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু একথা বলেন। শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দির এবং শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এই ধর্ম সম্মেলনের উদ্যোক্তা। প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যপাল বলেন, মোবাইল, টেলিভিশনে উপযুক্ত ব্যবহার বিষয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।

এই অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সারা ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতি আচার্যকুলম স্বামী ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৪ জুলাই মহাকরণ অভিযানের ডাক দিল ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ

আগরতলা, ২ জুলাই : একাধিক দাবিতে আগামী ৪ জুলাই মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের কনভেনার তথা আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ।

এদিন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের কনভেনার তথা আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ বলেন, রাজ্যের ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মীদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আগামী ৪ জুলাই রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে মহকরণে উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, নিয়মিতকরন সাপেক্ষে অনিয়মিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে, আংশিক সময়ের কর্মচারীদের পূর্ণ সময়ের অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে, অনিয়মিত কর্মচারীদের ১০ বছর মেয়াদ শেষে নিয়মিতকরনের স্কীম চালু করা সহ একাধিক দাবি রয়েছে।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে চাইল্ড কেয়ার কর্নার এবং ফিট লাইফ জিম সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২ জুলাই: বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা ছোট্ট শিশুদের জন্য তৈরি করা হল শিশুদের যত্ন নেবার স্থান অর্থাৎ চাইল্ড কেয়ার কর্নার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চাইল্ড কেয়ার কর্নারের পাশাপাশি তৈরি হল ফিট লাইফ জিম সেন্টার। আজ এই দুটি সেন্টারে উদ্বোধন করলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। এছাড়াও ছিলেন মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস, বিলোনিয়া পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী।

চাইল্ড কেয়ার কর্নারে শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যার মধ্যে খেলাধুলার সামগ্রী সহ রয়েছে কার্টুন দেখার ব্যবস্থা। এছাড়াও এই ঘরটিতে মায়েরা যাতে নিশ্চিন্তে শিশুদের দুধ খাওয়াতে পারেন তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি একটা সময়ে নিজেদের শরীরকে সুস্থ রাখতে পারেন তার জন্য অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে জিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন চেয়ারম্যান মহকুমা শাসকসহ প্রত্যেকেই। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস এগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে জানান বর্তমান সময়ে বিলোনিয়া হাসপাতালে রাত ৯ টা পর্যন্ত এক্সরে, মেডিসিন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি গুলি খোলা রাখা হয়েছে। আগামী দিনে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও খোলা রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। তিনি সকল নাগরিকদের কাছে এই পরিষেবা গুলি গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান।

নেশা জাতীয় কফ সিরাপ সহ বাংলাদেশী যুবক আটক, তদন্ত শুরু

আগরতলা, ২ জুলাই : গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ লংকামুরা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশী যুবককে নেশা জাতীয় কফ সিরাপ সহ আটক করেছে। আটককৃত যুবকের নাম হুসেন মিঞা। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগরতলা পশ্চিম থানার সেকেন্ড ওসি শ্যামশঙ্কর রিয়াং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে লংকামুরা এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে হুসেন মিঞা নামে এক বাংলাদেশী যুবককে নেশা জাতীয় কফ সিরাপ সহ হাতেনাতে ধরা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটককৃত যুবককে আগরতলা পশ্চিম থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, হুসেন মিঞার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই কফ সিরাপের উৎস এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্যদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় সংবিধান হত্যা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ জুলাই: আজ তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সংবিধান হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নেতাজিনগরের মোটরস্ট্যান্ড থেকে একটি সুসজ্জিত র‍্যালি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্র প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে ছাত্রছাত্রী, সাংস্কৃতিক দল, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ এবং সরকারি আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় বক্তারা ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে জরুরি অবস্থার সময়কালীন নানা তথ্য ও চিত্র উপস্থাপন করা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার।

বিধায়ক সুশান্ত দেবের উদ্যোগে বিশালগড়ে উন্নয়নের জোয়ার: শ্রেষ্ঠ বিশালগড় গড়ার লক্ষ্য

বিশালগড়, ২ জুলাই : বিশালগড়কে 'শ্রেষ্ঠ বিশালগড়' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেবের নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিশালগড়ে উন্নয়নের এক নতুন জোয়ার শুরু হয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে গলিপথ পর্যন্ত সর্বত্রই লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া, যা এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

বিধায়ক সুশান্ত দেবের উদ্যোগে রঘুনাথপুর ৯ নং ওয়ার্ডের অবনী পল্লী রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে। বুধবার সকালে এই খবর পাওয়ার পর এলাকার সমস্ত জনগণ বিধায়ককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই রাস্তাটি দীর্ঘদিনের অবহেলিত ছিল এবং এটি প্রায় নয় শতাধিক পরিবারের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। এই কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা অত্যন্ত আনন্দিত।স্থানীয়দের মতে, বাম আমলে যে উন্নয়ন অধরা ছিল, তরুণ বিধায়ক সুশান্ত দেব 'রাম আমলে' তা বাস্তবায়ন করে দেখাচ্ছেন। বিশালগড়ের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, যা এলাকার সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে। বিধায়কের এই উন্নয়নমূলক কাজে এলাকার জনগণ গভীরভাবে খুশি এবং তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

অঙ্গন

কর্মশালার মধ্য দিয়ে টিএসজেসি-র ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবারের আয়োজন। ব্যাপক সাড়া। সারা রাজ্য থেকে অর্ধশতাধিক ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত। স্বাধীনতার ত্রিপুরায় এই প্রথম এ ধরনের ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সম্পূর্ণ সহযোগিতায়। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব (টিএসজেসি) গত ৩৩ বছর ধরে রাজ্যে ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। টিএসজেসি আড়াই দশক আগেই ক্রীড়া সাংবাদিকদের সর্বভারতীয় সংগঠন স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (এসজেএফআই) অনুমোদন নিয়ে কাজ করে চলেছে।

আজ, বুধবার ২রা জুলাই। বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও এই দিবসটি টিএসজেসি সারা বিশ্বের সঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। প্রথমবারের মত রাজ্যে শুধুমাত্র ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে দুপুর ১টায় একদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড: প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী।

এই কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে কলকাতার বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক তথা কলকাতা টিভি"র জয়েন্ট এডিটর গৌতম ভট্টাচার্য উনার দীর্ঘ আলোচনায় ক্রীড়া সাংবাদিকতার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন। এই কর্মশালায় রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা অংশ নিয়েছেন। কর্মশালায় দর্শক আসনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এখানে রাজ্যের প্রথম অর্জুন জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ থেকে শুরু করে ফুটবল ও ক্রিকেট জগতের দিকপাল ব্যক্তিত্ব প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ। এম বি বি স্টেডিয়ামে শান্তিরবাজার মহকুমা খেলবে বিশালগড় মহকুমার বিরুদ্ধে এবং টি আই টি মাঠে তেলিয়ামুড়া মহকুমা খেলবে মোহনপুর মহকুমার বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। ইতিমধ্যে 'এ' গ্রুপ থেকে উদয়পুর মহকুমা এবং 'বি' গ্রুপ থেকে সদর মহকুমা সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। আজ দুটি ম্যাচে যে দুই দলই জয়লাভ করবে সেই দুই দলই সেমিফাইনালে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করে নেবে। আজ ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে শান্তিরবাজার এবং মোহনপুর মহকুমা। এমনই মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। শেষ ম্যাচে উদয়পুর মহকুমাকে পরাজিত করে লড়াইয়ের টিকে ছিল শান্তিরবাজার মহকুমা। ওই জয় দলীয় ক্রিকেটারদের মনোবল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে যা বলাবাহুল্য। ওই অবস্থায় বিশালগড় মহকুমার বিরুদ্ধে কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে রাজদীপ দত্ত-রা। অপর দিকে তারকা খচিত মোহনপুর মহকুমা আজ ফেভারেট হিসেবেই মাঠে নামবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে। এদিকে প্লেট গ্রুপের আসরে বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মাঠে জিরানিয়া মহকুমা খেলবে সোনামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে, অমরপুরের রাঙ্গামাটি মাঠে আমবাসা খেলবে গন্ডাছড়া মহকুমার বিরুদ্ধে এবং উদয়পুরের জামজুরি মাঠে বিলোনিয়া খেলবে খোয়াই মহকুমার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে আসরে তিন ম্যাচ খেলে তিনটি ম্যাচে জয়লাভ করে 'এ' গ্রুপ থেকে মোহনপুর মহকুমা সেমিফাইনালের ছাড়পত্র কার্যত অর্জন করে নিয়েছে। আজ সোনামুড়া জয় পেলে দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে ছাড়পত্র অর্জন করে নেবে। বিলোনিয়া এবং খোয়াই মহকুমার কাছে আজ ম্যাচটি নিয়ম রক্ষার। এছাড়া গন্ডাছড়া এবং আমবাসার ম্যাচটিও হবে নিয়ম রক্ষার। সবকটি দলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

জুভেন্টাসকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টারে রিয়াল মাদ্রিদ, সামনে ডর্টমুন্ড, সুস্থ হয়ে খেললেন এমবাপে

ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে জুভেন্টাসকে। অন্য ম্যাচে, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-১ গোলে হারিয়েছে মেক্সিকোর ক্লাব মন্টেরেকে। সুস্থ হয়ে প্রথম বার ক্লাব বিশ্বকাপে নামলেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে গোল করতে পারেননি।রিয়ালের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন গঞ্জালো গার্সিয়া। এই নিয়ে তিনটি ম্যাচে গোল করলেন তিনি। এমবাপে অসুস্থ থাকায় রিয়াল প্রতিটি ম্যাচেই খেলিয়েছে তাদের অ্যাকাডেমির ফুটবলার গার্সিয়াকে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এমবাপের পাশাপাশি আগামী মরসুমের জন্য ভাল সেন্টার ফরোয়ার্ড পেয়ে গিয়েছে রিয়াল।প্রথমার্ধে কোনও দলই সে ভাবে গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি।

জুভেন্টাসের রান্ডাল কোলো মুয়ানির শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। রিয়ালের ফেডেরিকো ভালভার্দের শট বাঁচিয়ে দেন জুভেন্টাস গোলকিপার মিচেল ডি গ্রেগোরিয়ো। গোটা ম্যাচে অন্তত ১০টি সেভ করেছেন তিনি। না হলে রিয়ালের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ত।দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন গার্সিয়া। ডান দিক থেকে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডের ক্রসে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে হেড করেন। ৬৮ মিনিটে গার্সিয়ার জায়গাতেই নামেন এমবাপে। তবে রিয়ালের গোল আর বাড়েনি। ডর্টমুন্ডের হয়ে নজর কেড়ে নিয়েছেন সেরহু গুইরাসি। দু'টি গোলই করেছেন তিনি। দু'টি গোলের ক্ষেত্রেই অ্যাসিস্ট করিম আদেয়েমির। ১৪ মিনিট এবং ২৪ মিনিটে গোল করেন গুইরাসি। ফ্রান্সের নাগরিক হলেও গুইরাসি খেলেন গিনির হয়ে।

চার ম্যাচে তিন গোল করে হঠাৎই নজরে এসে গিয়েছেন তিনি। শনিবার নিউ জার্সিতে রিয়ালের বিরুদ্ধে কোয়ার্টারে নামবে ডর্টমুন্ড।তবে সেই ম্যাচে দেখা হবে না দুই বেলিংহ্যাম ভাই জুড এবং জোবের। জুড রিয়ালের হয়ে খেলেন। জোব সম্প্রতি ডর্টমুন্ডে যোগ দিয়েছেন। তবে একাধিক হলুদ কার্ড দেখায় রিয়াল ম্যাচে নির্বাসিত তিনি।

হ্যারি কেনের জোড়া গোলে জয় বায়ার্নের, ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ আটে জার্মানির ক্লাবের সামনে পিএসজি

বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হারতে হল ফ্ল্যামেঙ্গোকে। ব্রাজিলের ক্লাবকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল জার্মানির ক্লাব। বায়ার্নের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। কোয়ার্টার ফাইনালে কঠিন চ্যালেঞ্জ বায়ার্নের সামনে। তাদের মুখোমুখি পিএসজি। লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামিকে উড়িয়ে শেষ আটে উঠেছে প্যারিসের ক্লাব।খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ৬ মিনিটের মাথায় জোশুয়া কিমিচের শট হেড করে বার করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। তিন মিনিট পরেই ব্যবধান বাড়ান কেন। ১০ মিনিটের মধ্যে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি ফ্ল্যামেঙ্গো। ৩২ মিনিটের মাথায় ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে ব্যবধান কমান গার্সন।প্রথমার্ধে ৪১ মিনিটের মাথায় বায়ার্নের হয়ে তৃতীয় গোল করেন লিয়ন গোরেৎজকা। ফলে দু'গোলের ব্যবধানে আবার এগিয়ে যায় জার্মানির ক্লাব। প্রথমার্ধের শেষ দিকে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন ন্যুয়ের। ফলে দুই গোলের ব্যবধানেই বিরতিতে যায় বায়ার্ন।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোল করার মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে ফ্ল্যামেঙ্গো। ৫৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে তাদের দ্বিতীয় গোল করেন জর্জিনহো। কিন্তু তাদের সব আশায় জল ঢেলে দেন কেন। ৭৩ মিনিটে কিমিচের ক্রস থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চার নম্বর গোল করেন তিনি। ক্লাব বিশ্বকাপে এটা তাঁর তৃতীয় গোল। আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ফ্ল্যামেঙ্গো। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে ৬৫ হাজার দর্শকের সামনে ৪-২ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে বায়ার্ন।কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি বায়ার্ন ও পিএসজি। শেষ বার এই দুই দল খেলেছিল ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে, সে বার বায়ার্নের কাছে ১-০ হারতে হয়েছিল পিএসজিকে। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে তারা। ফলে লুই এনরিকের দলের সামনে সুযোগ বায়ার্নকে হারিয়ে পাঁচ বছর আগের হারের বদলা নেওয়ার।

নজির বঙ্গের রিচার, জুটিতে রেকর্ড স্মৃতি-শেফালির, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও ইংল্যান্ডকে হারাল ভারত

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ এগিয়ে গেল ভারত। মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয় ম্যাচে ২৪ রানে জিতল হরমনপ্রীত কৌরের দল। আর তিনটি ম্যাচ বাকি। তার মধ্যে একটিতে জিতলেই সিরিজ ভারতের। দ্বিতীয় ম্যাচে নজির গড়লেন বাঙালি ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। রেকর্ড করেছেন স্মৃতি মন্ধানা এবং শেফালি বর্মাও।এ দিন রিচা ২০ বলে ৩২ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টিতে ১৪০-এর উপর স্ট্রাইক রেট রেখে ১০০০ রান করলেন তিনি। এখন রিচার ১০২৯ রান রয়েছে। স্ট্রাইক রেট ১৪৩.১১। দ্বিতীয় স্থানে লুসি বার্নেট। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৩৯.৬৯। এত দিন এই রেকর্ড বার্নেটেরই ছিল।পাশাপাশি, দ্বিতীয় দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রান হল রিচার। বার্নেট ৭০০ বলে ১০০০ রান করেছিলেন। রিচা নিয়েছেন ৭০২টি। চতুর্থ স্থানে থাকা ভারতের শেফালি ৭৩৫ বল নিয়েছিলেন।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওপেনিংয়ে সবচেয়ে বেশি ৫০ বা তার বেশি রানের জুটি রয়েছে স্মৃতি-শেফালির। আগের দিনই তাঁরা বেথ মুনি এবং অ্যালিসা হিলির নজির ভেঙেছিলেন। মঙ্গলবার আরও একটি নজির ভেঙেছেন স্মৃতি-শেফালি। টি-টোয়েন্টিতে ওপেনিং জুটিতে সবচেয়ে বেশি রান এখন তাঁদেরই। ৭৯ ইনিংসে করেছেন ২৭২৭ রান। ভেঙে গিয়েছে হিলি-মুনি জুটির রেকর্ড। তাঁরা ৮৪ ইনিংসে ২৭২০ রান করেছিলেন।আগে ব্যাট করতে নেমে ১৮১/৪ তোলে ভারত। ওপেনিং জুটি ব্যর্থ হলেও ভারতকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেন জেমাইমা রদ্রিগেস (৪১ বলে ৬৩) এবং আমনজ্যোত কৌর (৪০ বলে অপরাজিত ৬৩)। শেষের দিকে এসে চালিয়ে খেলেন রিচা। জবাবে ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমন্ট (৫৪) এবং অ্যামি জোন্স (৩২) বাদে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। শেষ দিকে সোফি একলেস্টোনের ৩৫ রানও কাজে লাগেনি। ১৫৭/৭ স্কোরে থেমে যায় ইংল্যান্ড।

ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আসার টিকিট পেল আর একটি দেশ, কারা যোগ্যতা অর্জন করল?

পরের বছর ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় যৌথ ভাবে হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়ে গেল কানাডা। ১৩ নম্বর দেশ হিসাবে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করল তারা। আরও সাতটি দেশের যোগ্যতা অর্জন বাকি।আমেরিকার কোয়ালিফায়ারে বাহামাসকে সাত উইকেটে হারিয়েছে কানাডা। পাঁচটি ম্যাচের প্রতিটিতেই জিতে বিশ্বকাপে উঠে গিয়েছে তারা। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড, নিউ জিল্যান্ড এবং

শিলচরে র‍্যাপিড দাবায় সাফল্য ত্রিপুরার দাবাড়ুদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ৩০ জনে স্থান পেলেন ত্রিপুরার একজন দাবাড়ু। শিলচরে অনুষ্ঠিত প্রথম বর্ষ আসাম ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। মঙ্গলবার শেষ হয়ে আসর। আসরে ৬ পয়েন্টে ২৫ তম স্থান দখল করেন ত্রিপুরা শেখোয়াত হোসেন। ৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছেন আই সি এফ এর লক্ষণ আর আর। শিলচরের নেতাজী মুক্ত মঞ্চে হয় আসর। আসরে ১৬০০ থেকে ১৭০০ রেটিং বিভাগে ত্রিপুরার অনুপম নাথ চতুর্থ, অনাবিল গোস্বামী অষ্টম, ১৪০০ থেকে ১৫০০ রেটিং বিভাগে ত্রিপুরার আবাহন সরকার চতুর্থ, মহিলা বিভাগে পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস দ্বিতীয়, অনূর্ধ ১৪ বালিকা বিভাগে ত্রিপুরার স্বর্ণালী দেবনাথ দ্বিতীয়, প্রেরণা দেবনাথ তৃতীয়, অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগে ত্রিপুরার শাক্য সিনহা মোদক প্রথম, অভিনব নাথ দ্বিতীয়, কৌশল সরকার তৃতীয়, অনূর্ধ ১০ বালিকা বিভাগে ত্রিপুরার আদ্দা দেও প্রথম, বালক বিভাগে আদ্রুষ কর্মকার চতুর্থ, শুভায়ন দাস পঞ্চম, অনূর্ধ ৮ বালিকা বিভাগে অবান্তিকা চক্রবর্তী প্রথম, তৃষিকা কামারাপু দ্বিতীয়, দক্ষিণী নাগ পঞ্চম স্থান দখল করে। আসর পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরার পান্না আহমেদ। পদকজয়ী দাবাড়ুদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ।

সাত দিনে দু'বার হতে পারে ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচ, এশিয়া কাপ কবে শুরু হবে?

পহেলগাঁওয়ে হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, এশিয়া কাপে অংশই নেবে না ভারত। সেই অচলাবস্থা এখন কেটেছে। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আনুষ্ঠানিক সূচি দ্রুত ঘোষণা করা হবে। ভারত এবং পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমনকি, এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার মুখোমুখি হতে পারে দুই দেশ। সম্ভাবনা রয়েছে তৃতীয় ম্যাচেরও।এশিয়া কাপের জন্য দু'সপ্তাহের সময় বেছে নিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। আপাতত যা খবর, তাতে ৫-২১ সেপ্টেম্বর হবে এশিয়া কাপ। সূচি প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার মুখে। শোনা গিয়েছে, ৭ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।

ভারত, পাকিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং আমিরশাহি এই প্রতিযোগিতায় খেলবে। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দলের একে অপরের বিরুদ্ধে এক বার করে খেলার কথা। এর পর হবে সুপার ফোর পর্ব। সেখানে আরও এক বার ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হতে পারে। সেই ম্যাচ রাখা হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর। দুই দল যদি ফাইনালে ওঠে, তা হলে তৃতীয় বার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফাইনাল ২১ সেপ্টেম্বর।এশিয়া কাপ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করে দিয়েছে সম্প্রচারকারী চ্যানেল। পোস্টারও প্রকাশ করেছে তারা। শুধু তাই নয়, পরের দিকে মহিলা বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচ ঘিরেও আগ্রহ তুঙ্গে উঠতে পারে। এশিয়া কাপ হওয়ার খবরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সম্প্রচারকারী সংস্থা, স্পনসরেরাও।পরের তিনটি এশিয়া কাপ হবে যথাক্রমে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায়। তবে ফরম্যাটের বদল হতেই থাকবে। এ বার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলা হবে। ২০২৭-এ ৫০ ওভার, ২০২৯-এ ২০ ওভার এবং ২০৩১-এ আবার ৫০ ওভারের ফরম্যাটে খেলা হবে।

খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ঐকতান আজ ত্রিবেণীর মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এক ম্যাচ আগেই খেতাব নিশ্চিত করে নিতে আজ মাঠে নামবে ঐকতান যুব সংস্থা। প্রতিপক্ষ ত্রিবেণী সংঘ। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত সোনারতরী" দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি। আসরে আপাতত ছয় ম্যাচ খেলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে শান্তিপাড়া-র ঐকতান যুব সংস্থা। আজ পয়েন্ট পেলেই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাবে। শুধু এক পয়েন্ট নয়, পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে চাইছেন সুজিত ঘোষের ছেলেরা। সেই লক্ষ্যে বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেন দলীয় ফুটবলাররা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে আজ জয় পেয়েই মাঠ ছাড়বেন দলীয় ফুটবলাররা। তবে ত্রিবেণী সংঘের ফুটবলাররা চাইছেন কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। কতটা পারবে তাই এখন দেখার অপেক্ষায়। তবে ঐকতান যুব সংস্থার কোচ সুজিত ঘোষ দলীয় ফুটবলারদের স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন যাতে আজ পুরো তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে। তাই সেরা একাদশই মাঠে নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন ঐকতান কোচ। এদিকে সন্ধ্যে ছয়টায় অপর ম্যাচে পুলিশ আর সি দল খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে মৌচাক ক্লাবের ফুটবলারদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গেছে। ওই অবস্থায় রাজু লামা-র ছেলেরা চাইছেন আজও দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিতে। ফুটবল প্রেমীরাও আজ ভালো খেলা দেখা নিয়ে আশাবাদী।

বৃষ্টির থাবায় রিজার্ভ ডে-তেও হলো না ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। আবারও বৃষ্টির থাবা। রিজার্ভ ডে-তে ও মাঝপথে বন্ধ হলো ম্যাচ। ফলে ভাগ হলো পয়েন্ট। দু-দলই পেলো দুই পয়েন্ট করে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। কলেজ স্টেডিয়ামে বুধবার মুখোমুখি হয়েছিল ধর্মনগর এবং কাঞ্চনপূর মহকুমা। এদিন শুরুটা ভালো করেছিল ধর্মনগর মহকুমা। কিন্তু ১৩ ওভার পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। আম্পায়রা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলেও বৃষ্টি না কমায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি আর করা যায়নি। যখন খেলা বন্ধ হয় তখন ধর্মনগর মহকুমা ১৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান করেছিলো। দলের পক্ষে অরূপ দাস ৩৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে সুপ্রিয় দাস ১৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। কাঞ্চনপুর মহকুমার পক্ষে দীপায়ন নাথ ১৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ৩ টি জয় সহ ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ধর্মনগর মহকুমা সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে। ৪ ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

'অলৌকিক ওষুধ' খেয়ে উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ! মহিলাদের সিঙ্গলসে বড় অঘটন, বিদায় দ্বিতীয় বাছাই গফের

উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডে খেলতে নেমে কোর্টের ঘাসের মতো মসৃণ ছিল তাঁর নড়াচড়া। সেই খেলাই বদলে গেল আচমকা। কারণ, পেটের সমস্যা। তা নিয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন নোভাক জোকোভিচ। সৌজন্যে চিকিৎসকের দেওয়া 'অলৌকিক ওষুধ'। আলেকজান্দ্রে মুলারকে হারালেন ৬-১, ৬-৭, ৬-২, ৫-২ গেমে। মেয়েদের বিভাগে বড় অঘটন। দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন।প্রথম সেটে নিজস্ব ছন্দে ছিলেন জোকোভিচ। প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে তাঁর খেলায় আচমকাই ছন্দপতন হয়। বোঝাই যাচ্ছিল, কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। ছ'টি সেট পয়েন্ট পেয়েও জিততে পারেননি জোকোভিচ। তৃতীয় সেটে দু'বার কোর্টেই চিকিৎসককে ডাকতে হয়। অবশেষে তিন ঘণ্টা ২০ মিনিটের লড়াইয়ে জেতেন তিনি।ম্যাচের পর বলেন, "৪৫ মিনিটের মধ্যে নিজের সেরা টেনিস থেকে সবচেয়ে খারাপ টেনিস খেলার দিকে চলে গিয়েছিলাম।

জানি না পেট খারাপ হয়েছিল কি না। তবে খুব সমস্যা হচ্ছিল। চিকিৎসক অলৌকিক কী সব ওষুধ দিলেন, যেটা খেয়ে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। তাই ম্যাচটা ভাল ভাবে শেষ করতে পেরেছি।"অসুস্থ হলেও জোকোভিচের অসাধারণ ফিটনেসের নমুনা গোটা ম্যাচেই দেখা গিয়েছে।

বেসলাইন থেকে তাঁর শট মুলারকে বার বার বিপদে ফেলেছে। প্রতিপক্ষকে ভুল করতে বাধ্য করেছেন জোকোভিচ। রজার ফেডেরারের রেকর্ড আট বার উইম্বলডন জেতার দৌড়ে রয়েছেন সার্বিয়ার খেলোয়াড়।এ দিকে, সপ্তাহ তিনেক আগে ফরাসি ওপেন জেতা গফের ছিটকে যাওয়া উইম্বলডনের অন্যতম বড় অঘটন। তাঁকে উইম্বলডন জয়ের দাবিদার হিসাবে ধরা হচ্ছিল। তবে ২১ বছরের ডায়ানা ইয়াসস্ত্রেমস্কার কাছে ৬-৭, ১-৬ গেমে হারেন গফ। গত বছরও তিনি প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন।

বুমরাহ নেই দ্বিতীয় টেস্টে, কোন ১১ জনকে নিয়ে খেলছে শুভমনের ভারত?

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম একাদশে জসপ্রীত বুমরাহকে বাদ রেখেই নামছে ভারত। অধিনায়ক শুভমন গিল টসের সময় দল জানিয়ে দিলেন। বুমরাহের জায়গায় দলে ঢুকেছেন বাংলার জোরে বোলার আকাশদীপ। আরও একটি পরিবর্তন হয়েছে ভারতীয় দলে।প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশে তিনটি পরিবর্তন করেছে ভারতীয় দল। সাই সুদর্শনের জায়গায় দলে এসেছে নীতীশ কুমার রেড্ডি। বাদ পড়েছেন শার্দূল ঠাকুরও। তাঁর পরিবর্তে খেলছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ফলে এজবাস্টনেও টেস্ট অভিষেক হল না বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের।ওপেনিং জুটিতে কোনও পরিবর্তন করেনি ভারত। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ইনিংস শুরু করবেন লোকেশ রাহুল। ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বরে সুদর্শনের জায়গায় ব্যাট করবেন করুণ নায়ার। চার এবং পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন যথাক্রমে শুভমন এবং ঋষভ পন্থ। তাঁদের পর ব্যাট করতে আসবেন পর পর তিন অলরাউন্ডার। নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর। ব্যাটিং অর্ডারের শেষ তিনটি জায়গা জোরে বোলারদের। নয় থেকে ১১ নম্বর পর্যন্ত আসবেন আকাশদীপ, সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ। চতুর্থ জোরে বোলারের দায়িত্ব সামলাবেন নীতীশ। দুই স্পিনার জাডেজা এবং ওয়াশিংটন।ভারতের প্রথম একাদশ: যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, করুণ নায়ার, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থ, নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, আকাশদীপ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

রোনাল্ডো খেলবেন আরও দু'বছর

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অন্তত আরও দু'বছর খেলবেন তিনি। আগামী বছর আমেরিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ। সুতরাং সেখানেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা বেড়েছে। সেই পথেই কি হাঁটছেন লিয়োনেল মেসি? তাঁকেও কি আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলতে দেখা যাবে? মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন সতীর্থ নিকোলাস ওটামেন্ডি। দেশের হয়ে ২০২২ সালে একসঙ্গে ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মেসি ও ওটামেন্ডি। সম্প্রতি এক রেডিয়ো চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওটামেন্ডি বলেন, " মেসি বিশ্বকাপ খেলবে কি না তা নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত ওই নেবে। কিন্তু আমার মনে হয় মেসির বিশ্বকাপ না খেলার কোনও কারণ নেই। মেসি ইতিহাসের সেরা ফুটবলার।"

ওটামেন্ডির মতে, গত কয়েক বছর মেসি চাপ না নিয়ে খেলাটা অনেক বেশি উপভোগ করছেন। একটা করে মাস ধরে এগোচ্ছেন তিনি। ওটামেন্ডি বলেন, "এখন ও ক্লাব বিশ্বকাপ উপভোগ করছে। এখন ওই দিকেই ওর মন। বিশ্বকাপের এখনও দেরি আছে। একটা করে মাস ধরে মেসি এগোচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে ও দেখবে ওর শারীরিক অবস্থা কেমন। যদি শারীরিক ভাবে ওর কোনও সমস্যা না হয় তা হলে মেসি বিশ্বকাপ খেলবে। কারণ, ওর খেলার ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনও জায়গা নেই। ও সকলের থেকে আলাদা। আর্জেন্টিনার হয়ে ওকে মাঠে নামা থেকে কেউ থামাতে পারবে না।"

২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর মেসি জানিয়ে দিয়েছিলেন, সেটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু বিশ্বকাপ জেতার পর তিনি জানান, এখনই অবসর নিচ্ছেন না। আরও কয়েক দিন খেলবেন। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচেও মেসি খেলেছেন। দেশকে পরের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করিয়েছেন। তবে সব ম্যাচে তিনি খেলেননি। কিছু ম্যাচে বিশ্রাম নিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, ম্যাচ ধরে ধরে এগোচ্ছেন মেসি।

ক্লাব ফুটবলে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন মেসি। এ বারই প্রথম ক্লাব বিশ্বকাপে খেলছে মায়ামি। গ্রুপ পর্ব থেকে নকআউটে উঠেছে তারা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মায়ামির সামনে পিএসজি। অর্থাৎ, নিজের পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবেন মেসি। পিএসজি এ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। সুতরাং মেসিদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। আপাতত সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে তৈরি হচ্ছেন মেসি।

বৃহস্পতিবার রাজ্যে শুরু হচ্ছে খার্চি উৎসব। তাই বুধবার থেকে স্নানযাত্রার মাধ্যমে মেলা আয়োজন করা হয়।

প্রচুর পরিমাণ চেরাই কাঠ উদ্ধার

আগরতলা, ২ জুলাই : আগরতলা, ২ জুলাই : উত্তর জেলার বনদপ্তর ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে দুটি পৃথক স্থানে বিপুল পরিমাণ বেআইনি চেরাই কাঠ উদ্ধার করেছে।

ঘটনার বিবরণে ধর্মনগর মহকুমা বন আধিকারিক অশোক কুমার জানিয়েছেন, ভোর চারটা নাগাদ বন সুরক্ষা ইউনিটের সাথে যখন টহল দিতে গিয়েছিলেন তখন তারা দেখতে পান টিআর ০২ এল ১৫৫৭ নম্বরের একটি চোরাই সেগুন কাঠ বোঝাই বোলেরো পিকআপ গাড়ি দ্রুত গতিতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সেই গাড়ির পেছন ধাওয়া করে উত্তর হুরুয়া গ্রামে গাড়িটিকে আটক করা হয়। তবে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কৃষি জমিতে উল্টে যায় এবং চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে গাড়ি সহ চোরাই সেগুন কাঠ সেখান থেকে উদ্ধার করে ধর্মনগরে জেলা বন দপ্তরে নিয়ে আসা হয়।

এদিকে, তৎক্ষণাৎ চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৭০টি বিভিন্ন মাপের চেরাই সেগুন কাঠ। বাজারমূল্য আনুমানিক এক লক্ষ টাকা। বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, কাঠগুলো কোনও সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বেআইনিভাবে কেটে মজুদ করা হয়েছিল এবং তা অসমে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বর্তমানে গাড়িটি বন দপ্তরের জেলা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং বন সংরক্ষণ আইনে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি,তবে গোটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে।

বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে এই ধরনের বেআইনি কাঠ পাচার রুখতে অভিযান আরও তীব্র ও কঠোর করা হবে। পরিবেশ রক্ষায় বন দপ্তরের এই সক্রিয় ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় অভিযানটি হয় উত্তর ফুলবাড়ি এলাকায় আজির উদ্দিন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ ফুট চেরাই কাঠ, যার মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা।

উভয় ঘটনায় বন আইনে মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা না গেলেও বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। এই সাফল্যে খুশি জেলার পরিবেশপ্রেমীরা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক মক ড্রিল উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২ জুলাই: আগামী ৯ ই জুলাই বুধবার গোটা দেশের সাথে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত দুইটি ব্লক এলাকাতেও অনুষ্ঠিত হবে মক ড্রিল বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। ওই কর্মশালাকে সফল করে তুলতে বুধবার মহকুমা শাসকের আহ্বানে কনফারেন্স হল -এ অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতি সভা। বুধবারের ওই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমার দুইটি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ফায়ার সার্ভিস, এসডিপিও, ডিসিএম শিক্ষা, এনএসএস সহ মহকুমার সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট -এর কর্মী এবং কর্মকর্তারা। প্রস্তুতি সভায় পৌরোহিত্য করেন মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং।

সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ৯ ই জুলাই বুধবার মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লক এবং রইস্যাবাড়ি ব্লকে একই দিনে মক ড্রিল বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওইদিন প্রথমে সাতটা পয়তাল্লিশ মিনিটে মক ড্রিল শুরু হবে মহকুমার রইস্যাবাড়ি ব্লক এলাকায়। এক ঘণ্টা পর আটটা পয়তাল্লিশ মিনিটে শুরু হবে গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লক এলাকায়। এবারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কর্মশালায় বন্যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অনেকটাই। বন্যা কবলিত এলাকায় আটকে থাকা লোকজন এবং পশু পাখিদের কি ভাবে রক্ষা করতে হবে তার উপর হবে মূল কর্মশালা। তবে আগামী ৯ই জুলাই বুধবারের ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার কর্মশালায় সমস্ত সরকারি দপ্তরের কর্মী এবং কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার জন্য মহকুমা শাসক প্রস্তুতি সভায় জানিয়ে দিয়েছেন।

নবনির্মিত ট্রান্সফরমারে আগুন, বিদ্যুৎ ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাফিলতি নিয়ে চরম ক্ষোভ

ধর্মনগর, ২ জুলাই : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থানাধীন আলগাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় সদ্য বসানো একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আকস্মিকভাবে আগুন লাগে যায়। ওই ঘটনায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির ফলেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের বক্তব্য, সঠিক পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়াই তড়িঘড়ি করে ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে। মাত্র ক'দিন আগেই বসানো ওই ট্রান্সফরমারে কীভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার সময় স্থানীয়রা বিদ্যুৎ ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযোগ, উভয় দপ্তরের তরফ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। পরবর্তী সময়ে তারা আগরতলার জরুরি নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানালে সাড়া মেলে এবং দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বললে জানা যায়, পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে তারা সঠিকভাবে কাজ চালাতে পারছেন না। বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মী জানান, দপ্তরে জরুরি ফোন ধরার জন্য পর্যাপ্ত লোকবল নেই। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, "ধর্মনগর দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে জনবল সংকট রয়েছে। এছাড়াও বিএসএনএল নেটওয়ার্কজনিত সমস্যার কারণে ফোন কল স্পষ্ট শোনা যায় না।

এই ঘটনার জেরে এলাকাবাসীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের মত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যদি এমন বেহাল অবস্থায় চলে, তাহলে সামনে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। তাদের দাবি, প্রতিটি ট্রান্সফরমার বসানোর আগে যেন যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং জরুরি পরিষেবায় যেন পর্যাপ্ত কর্মী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার, পিটিয়ে হত্যার অনুমান; সবজি চুরিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

মনু, ২ জুলাই : ধলাই জেলার মনু থানার অন্তর্গত চিত্র সেন কারবারি পাড়ার একটি কৃষি জমিতে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে স্থানীয় জনগণ জমিতে মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে মনু থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে মনু থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এখনো পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। তবে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে যে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি মনু রেল ব্রিজ সংলগ্ন মনু নদীর পাশে ঘটেছে। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, সবজি চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের প্রাথমিক সুরতহাল দেখে হত্যার আলামত স্পষ্ট। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ একটি হত্যা মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, যার প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। কে বা কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত, এবং এর পেছনের প্রকৃত কারণ কী, তা জানতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে মহকুমা হাসপাতালে রূপান্তরিত করার দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ জুলাই: বাইখোড়ার লোকজন বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই বাইখোড়াবাসীর উন্নয়ন স্বার্থে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে মহকুমা হাসপাতালে রূপান্তরিত করার জন্য বাইখোড়ার এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করেন জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার জ্যোতির্ময় দাসের নিকট। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাইখোড়া বাজার ব্যবসায়ী সংঘের সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ সহ বাইখোড়া আশপাশ এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিগন। জানা যায় বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন গড়ে রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন কম করেও ৬০ থেকে ৭০ জন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্তি থাকেন ২০ থেকে ৩০ জন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বেড না থাকার কারনে রোগী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফ্লোরে শুয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হয়।

স্কুটি ও বাইকের সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২ রা জুলাই:- আজ বিলোনিয়া শহরে কালিনগর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে ওঠার মুখে স্কুটি এবং বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত বাই সাইকেল আরোহী রাখাল ভৌমিক (৬০) এবং স্কুটি চালক ২০ বছরের যুবক উদয় দাস। দুইজনেরই মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ছুটে গিয়ে দুইজনকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে দুজনের অবস্থা দেখে দুইজনকেই গুরুতর আহত অবস্থায় এক জনকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে এবং আরেক জনকে উদয়কে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেয়। জানা যায় আই টি আই তে ভর্তির কাগজপত্র নিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় ঘটে এই দুর্ঘটনা। আহত উদয় দাসের বাড়ি ত্রিপুরা বাজার এলাকায় এবং রাখাল ভৌমিকের বাড়ি আমজাদ নগর এলাকায়। এই বিষয়ে ঘটনা স্থলে থাকা এক যুবক ঘটনা তুলে ধরে বলেন স্কুটি চালকের গতি বেশি থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা। চিকিৎসক রাহুল রিয়াং জানান দুজনের মাথায় আঘাত থাকার কারণে দুজনকেই রেফার করা হয়েছে।

বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

আগরতলা, ২ জুলাই : বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক যুবক। আজ সকালে কমলাসাগর দীনদয়াল চৌমুহনী সংলগ্ন সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইকটি। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ সকালে বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন নূর আলম মিয়া নামে এক যুবক। তখন কমলাসাগর দীনদয়াল চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইকটি। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে তিনি। সানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। সাথে সাথে তাঁরা দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

সাব্রুম সফরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ জুলাই: বুধবার সাবরুম সফরে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি সারুমে কমলার জোত এলাকায় একটি ঘরোয়া সভায় মিলিত হন। এই ঘরোয়া সভায় সাব্রুম ব্লক কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদের নিয়ে আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়াও আগামী দিনে ৪০ সাবরুম বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ৩৯ মনু বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একাধিক দলীয় কর্মসূচি করা হবে বলে জানান। তিনি এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত একটিও সাংবাদিক সম্মেলন করলেন না। তিনি মানুষের মনের কথা শুনেন না। তাই কংগ্রেস জন কি বাত নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছে। মানুষের মনের কথা শুনছে। এদিন জলেফা আমতলীতে ভেঙে দেওয়া কংগ্রেস ভবনটি পুনরায় নির্মাণ করার কাজ শুরু হবে বলে জানান পিসিসি এর সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

আনন্দমার্গ মাস্টার ইউনিটে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: বুধবার বন মহোৎসব উপলক্ষে আনন্দমার্গ মাস্টার ইউনিটে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। ২রা জুলাই বন মহোৎসব উপলক্ষে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ পরিচালিত চড়িলাম আনন্দ সরিতা মাস্টার ইউনিটে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা বন আধিকারিক প্রনজিৎ ভৌমিক, বন আধিকারিক ঝন্টু শীল, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সিপাহীজলা জেলার ভুক্তি প্রধান ননীগোপাল দেবনাথ, উপভুক্তি প্রমুখ শ্যামল দেবনাথ সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মাস্টার ইউনিটের অন্তর্গত আনন্দমার্গ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকরাও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সকলে মিলিতভাবে পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এদিন প্রায় একশটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডি.এফ.ও প্রনজিৎ ভৌমিক, একটি বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে। পরে মাস্টার ইউনিটের পক্ষ থেকে রেক্টর মাস্টার সন্ন্যাসিনী দিদি অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।এই ধরনের কর্মসূচি বর্তমান সময়ে সমাজে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জিবিপি হাসপাতালে নিউরোলজি ওয়ার্ডে মানবিকতার নতুন দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: জিবিপি হাসপাতালে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। আর এর সুফল লাভ করছে রাজ্যবাসী। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একের পর এক নানা জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের আস্থা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বর্তমানে হাসপাতালের পরিষেবা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরী হয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে গত দেড় বছর আগে নিউরোলজি বিভাগে ১০ শয্যা বিশিষ্ট পুরুষদের অন্তর্বিভাগ এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট মহিলাদের অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে। নিউরোলজি বিভাগে বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু রোগ সম্পর্কিত পরীক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি এখানে নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি টেস্ট, ইএমজি টেস্ট, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস রোগের সনাক্তকরণে রিপিটিভ নার্ভস্টিমুলেশন (আরএনএসটি) টেস্ট, অপটিক্যাল নার্ভের জন্য ভিস্যুয়াল ইভোকড পোটেনশিয়াল (ভিইপি) টেস্ট, এসএএইচ সনাক্ত হলে ব্রেইনের ডিজিট্যাল সাবট্র্যাকসন এনজিওগ্রাফি অর্থাৎ ডিএসএ টেস্ট ইত্যাদি করা হচ্ছে। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

নিউরোলজি বিভাগে রোগীদের সঙ্গে, ওয়ার্ডের প্রতিটি সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় চিকিৎসক দিবস উদযাপন করা হল গতকাল। ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথসহ চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা। রোগীদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ওয়ার্ডে রোগীদের নিয়ে কেক কাটা হয়। কেক কাটা, ও আন্তরিক কথোপকথনের মাধ্যমে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা এবং রোগীরা সবাই একে অপরকে আরও কাছে পেলেন এই চিকিৎসক দিবসে। নির্মিত হল এক অভূতপূর্ব আবেগঘন মুহূর্ত। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে নিউরোলজি বিভাগে সব নিউরোলজিক্যাল টেস্ট ইইজি, এনসিভি, ইএমজি, এমআরআই, সিটি স্ক্যন, ব্রেন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি রক্ত পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। বিভিন্ন দামী ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন, আরও অনেককিছুই একদম বিনামূল্যে করা হয়। লক্ষ্য শুধু টাকার অভাবে যেন কেউ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন। নিউরোলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ সম্প্রতি ওয়ার্ডে রাউন্ডে বেড়িয়ে নিউরোলজি ওয়ার্ডের সুবিধা নিয়ে রোগীদের আত্মীয় পরিজনদের সাথে কথা বলেন। রোগীরা ওয়ার্ডের উপলব্ধ পরিষেবায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। মাঝবয়সী ভদ্রলোককে তিনি অভিজ্ঞতার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি হেসে উত্তর দেন, 'এখনো স্বপ্ন মনে হচ্ছে, ভাবতেই পারছি না আমি জিবিপি হাসপাতালে এসি ওয়ার্ডে ভর্তি।" তিনি ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বললেন, এই এসি, এই বিছানা, এই ওয়ার্ড-সবকিছু রাজ্যের মানুষের জন্য উপলব্ধ করতে নিরন্তর উদ্যোগ নিতে হয়েছে।সেদিন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে একজন ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি (সিআইডিপি) রোগী ছিলেন যাঁকে ৫ লাখ টাকার আইভিআইজি দেওয়া হয়েছে। একজন মহিলা যিনি ১০ বছর ধরে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁকে ১ লাখ টাকার এডালিমুম্যভইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, তাঁর ব্যথা অনেকটাই কমেছে। আরেকজন রোগী ছিলেন যিনি চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাঁকে রিটুক্সিম্যাভ দেওয়ার পর তিনি এখন দেখতে পারছেন, এই ইনজেকশনের দামও ১ লাখ টাকা। এই সমস্ত চিকিৎসা হয়েছে বিপিএল কার্ড, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে একেবারে বিনামূল্যে।

৩৬ বছর বয়সী এক তরুণী, যিনি গত কয়েক মাস ধরে বাম চোখে দৃষ্টিহীনতা ও দ্বৈত দৃষ্টির সমস্যায় ভুগছিলেন। এই সমস্যা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্মে বড় অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছিল। নিউরোলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ তাঁর ভিজ্যুয়াল ইভোকড পটেনশিয়াল (ভিইপি) পরীক্ষা করান এবং রিপোর্টে জানা গেলো তাঁর বাম চোখে অক্ষাংশিক ক্ষতি যা, অপটিক নিউরাইটিসের স্পষ্ট লক্ষণ। এই চিকিৎসার খরচ সাধারণ মানুষের জন্য অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, সেখানে তাঁকে বিপিএল-এর অধীনে ভর্তি করে এক লাখ টাকার রিটুক্সিমার চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথের ভাষায় চিকিৎসার পর, সেই তরুণী একদম আগের মতো স্পষ্ট দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং তাঁর মুখে যে হাসি ফুটে উঠল, তা গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল। তাঁর চোখে ছিল সেই অনুভূতি, যেন জীবন আবার তার সমস্ত রঙ ফিরে পেয়েছে। তাঁর সেই হাসি, সেই মিষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে আরও শক্তি দেয় মানুষের জন্য কাজ করতে। জীবন যখন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়, তখন আশা ও সহানুভূতির আলোর মতো এক মুহূর্ত আসে এটি ছিল এক অনন্য ও অমূল্য অভিজ্ঞতা। ছবি হয়তো ঝাপসা হতে পারে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আর কখনোই ঝাপসা হবে না এটাই আমার সার্থকতা, তাঁর হাসির মধ্যে জীবনের সেই উজ্জ্বলতা দেখলাম। জনগণকে পরিষেবা প্রদানের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ সহ একঝাঁক তরুণ চিকিৎসক দায়বদ্ধতা সহকারে মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলছেন।

চুরাইবাড়িতে পুলিশের তৎপর অভিযানে অসম থেকে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

আগরতলা, ২ জুলাই : বাইক চুরির ক্রমবর্ধমান ঘটনার জেরে আতঙ্কিত চুরাইবাড়ি এলাকাবাসীর জন্য স্বস্তির খবর মিলেছে। নেতাজি পাড়া এলাকা থেকে সম্প্রতি চুরি যাওয়া একটি বাইকের মামলার তদন্ত শুরু করেছিল চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই অসমের দুবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে এর পূর্বে রবিদাসপাড়া থেকে চুরি হওয়া একটি বাইক।

চুরাইবাড়ি থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রদীপ বর্মনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্তকারী দল অসম পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান চালায়। অভিযানে রবিদাসপাড়ার বাইকটি উদ্ধার হওয়ার পাশাপাশি নেতাজিপাড়ার চুরি যাওয়া বাইকটিরও অবস্থান শনাক্ত করা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বর্তমানে সেই বাইক উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে এবং খুব শীঘ্রই সেটিও থানায় আনা সম্ভব হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। এদিকে, এলাকাবাসী পুলিশের এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করলেও ড্রাগস-আক্রান্ত যুবকদের অপরাধ প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, এসব চুরির নেপথ্যে একদল মাদকাসক্ত যুবক সক্রিয় রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ আশাবাদী, শিগগিরই সমস্ত চুরি হওয়া যানবাহন উদ্ধারের পাশাপাশি অপরাধীদেরও গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তিকে ব্যয়হার করে সাংবাদিকতায় বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ জুলাই: আজ বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলা প্রেসক্লাবে ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। কর্মশালায় রাজ্যের প্রায় ৫০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যেকোনও পেশায় সর্বোচ্চ সফলতা পেতে গেলে দক্ষতা উন্নয়ন খুবই প্রয়োজনীয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এ ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা সময়োপযোগী। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আজকের দিনে সাংবাদিকতায় বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব। সদিচ্ছা থাকলে যেকোনও বাধা অতিক্রম করে সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সঠিক দিশা নির্দেশও প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সহায়তায় রয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। কলকাতার বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী গৌতম ভট্টাচার্য্যকে সংবর্ধনা জানান। ক্রীড়া সাংবাদিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাধারণ মানুষের সামনে খেলার বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়গুলি সরলভাবে উপস্থাপন করতে গেলে সাংবাদিকদের ঐ খেলা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে এ ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মানুষের জানার কোনও শেষ নেই, তাই জানার আগ্রহও থাকতে হবে। কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা তাঁর জীবনে ব্যাডমিন্টন খেলা, ক্রসকান্ট্রি দৌড়, ফুটবল খেলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে টেলি-সাংবাদিকতা শুরু করার উপর বিশেষ জোর দিতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, খেলাধুলার প্রতি যাদের আগ্রহ রয়েছে তারাই এই পেশায় যুক্ত হয়ে থাকেন। ২০১৮ সালের পর রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৫০টি খেলার মাঠের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামোর নামকরণ রাজ্যের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের নামে করা হচ্ছে।খেলোয়াড়দের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে ত্রিপুরা স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবং ত্রিপুরা স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে রাজ্য থেকে আরও অনেক খেলোয়াড় অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, রাজ্যে প্রথমবারের মতো ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সাংবাদিক বান্ধব। সাংবাদিকগণ নিজেদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী ও অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ বিকালে আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এক মহতি অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্যে কর্মরত বিশাল সংখ্যক ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকরা। রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকের সর্ববৃহৎ সংগঠন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল যখন রাজ্যে কর্মরত ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকের হাতে বার্ষিক দুই লাখ টাকার দুর্ঘটনা বীমার কাগজপত্র তুলে দেয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas